লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইসরায়েলি বিমান হামলা

● ● ● ●

সারে-জমিন

ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাবের টাকা যাচ্ছে ক্লার্কের অ্যাকাউন্টে!

রূপসী বাংলা

গাজার এক শিশুর শেষ ইচ্ছা

সম্পাদকীয়

বাঙালি মুসলমান: এক অনন্য জাতিসত্তা

রবি-আসর

৯ জনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও জিততে পারল না মহামেডান

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১০ নভেম্বর, ২০২৪
২৫ কার্তিক ১৪৩১
৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 303 ■ Daily APONZONE ■ 10 November 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ডাক পেলেন অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: সুদূর নরওয়েতে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখতে আমন্ত্রণ জানানো হল ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নরওয়ে দূতাবাস ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহিলার অধিকার সংক্রান্ত বিভাগের উদ্যোগে নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে আয়োজন করা হয়েছে ১৭ থেকে ২২ শে নভেম্বর অব্দি এক বিশেষ অনুষ্ঠানের। সেমিনার ও আলোচনায় এই টানা ৬ দিন ধরে নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে অভিষেককে। নরওয়ের সংসদ পরিদর্শন করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একই সঙ্গে। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নরওয়ে যাবেন কিনা সে ব্যাপারে শনিবার রাত পর্যন্ত জানা যায়নি। চলতি বছরের গত মার্চ মাসে নরওয়ে সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করতে ১৭ থেকে ২২ শে নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের নারী ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন নরওয়ে সরকার। মনে করা হচ্ছে এই ধরনের একটি আলোচনা চক্রের পাশাপাশি সেখানে সংসদ ভবন পরিদর্শন ও বাণিজ্যিক দিককে মজবুত করতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সঙ্গে আলোচনার একটি বড় সুযোগ পেতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই দেশের সম্পর্কের পাশাপাশি এ রাজ্যের জন্য নরওয়ের শিল্পপতিদের আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে এবং বঙ্গে বিনিয়োগ আনার বিষয়ক একটি বড় সুযোগ আসতে পারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত ধরে। আর জি কর কাণ্ডকে কেন্দ্র করে নারী নিরাপত্তা নিয়ে বিরোধীরা যখন সুর চড়াচ্ছেন, নারী নিরাপত্তা নিয়ে যখন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সেই সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা নিয়ে আলোচনাচক্রে অভিষেককে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। চোখের চিকিৎসা করে আসার পর জন্মদিনে অনুগামীদের মাঝে দেখা গিয়েছিল অভিষেককে। এরই মাঝে সুদূর নরওয়ে থেকে নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যুবরাজকে এই আমন্ত্রণ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিজেপি যতদিন ক্ষমতায়, ততদিন সংরক্ষণ পাবে না সংখ্যালঘুরা: অমিত শাহ

আপনজন ডেস্ক: যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতে থাকবে, ততদিন ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ পাবেন না, শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের পালামৌতে এক জনসভায় অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন, দলিত ও আদিবাসীদের কী হবে, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া হবে কিনা। তিনি বলেন, কংগ্রেস সংরক্ষণের কথা বলে। সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোনও সংস্থান নেই। আমরা কখনই কোনও নির্দিষ্ট ধর্মকে সংরক্ষণ দিতে পারি না। মহারাষ্ট্রে উলেমাদের একটি দল তাদের (কংগ্রেস) একটি স্মারকলিপি দিয়েছে যে মুসলিমদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া উচিত এবং কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি বলেছেন যে আমরা আপনাকে এ বিষয়ে সহায়তা করব।

আমি ঝাড়খণ্ডবাসীকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে মুসলিমরা যদি ১০ শতাংশ সংরক্ষণ পায় তবে কার সংরক্ষণ হ্রাস পাবে? পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত ও আদিবাসীদের সংরক্ষণ কমানো হবে। আমি এখান থেকে রাহুল গান্ধীকে সতর্ক করতে চাই। রাহুল বাবা, আপনার মনে যতই ষড়যন্ত্র থাকুক না কেন, যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টি থাকবে, ততদিন এদেশে সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ পাবেন না। অমিত শাহ কংগ্রেসকে 'ওবিসি-বিরোধী' বলে অভিহিত করে বলেন, তাদের শাসন ধারাবাহিকভাবে ওবিসি সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করেছে, বিশেষত কাকা কালেলকর কমিটি এবং মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ এবং অনগ্রসর শ্রেণির জাতীয় কমিশন (এনসিবিসি) প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন, কংগ্রেস ওবিসি বিরোধী দল। তারা যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই তাদের প্রতি অবিচার করেছে। ১৯৫০ সালে কাকা কালেলকর কমিটি তৈরি হলেও তার রিপোর্ট গায়েব হয়ে যায়। মণ্ডল কমিশন ওবিসিদের সংরক্ষণ দিতে এলে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী তা বাস্তবায়নের বিরোধিতা করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ওবিসিদের ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ দিতে তাদের কয়েক বছর সময় লেগেছিল। ২০১৪ সালে মানুষ যখন মোদী সরকারকে বেছে নিয়েছিল, তখন তিনি ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছিলেন। তিনি অনগ্রসর শ্রেণির জন্য জাতীয় কমিশন (এনসিবিসি) গঠন করেছিলেন এবং এটিকে একটি সাংবিধানিক স্থান দিয়েছিলেন," ঝাড়খণ্ডের ছত্তরপুরে সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন। ঝাড়খণ্ডে জেএমএম, কংগ্রেস ও আরজেডি জোটকে দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন বলে ঘোষণা করেছেন অমিত শাহ।

অমিত শাহ বলেন, "আমরা এখানে বিজেপি সরকারকে রাজ্যে আনার আবেদন জানাতে এসেছিলাম কারণ বর্তমান রাজ্য সরকার দুর্নীতিতে জর্জরিত। জেএমএম, কংগ্রেস এবং আরজেডি সরকার দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। সব মিলিয়ে কেউ কি কখনও ৩০০ কোটি টাকা দেখেছেন? এক কংগ্রেস সাংসদের বাড়ি থেকে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

টাকা গুনতে গুনতে প্রায় ২৭টি মেশিন আনা হলেও এত বিপুল পরিমাণ টাকা গুনতে গুনতে সেই মেশিনগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আলমগীর আলম রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পিএ-র বাড়ি থেকে ৩০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হলেও হেমন্ত সোরেন বা কংগ্রেস কেউই তাঁর কোনও ক্ষতি করেনি। এই টাকা আপনাদের, ঝাড়খণ্ডের যুবক ও গরিবদের, যা এই কংগ্রেস জওয়ানরা খেয়ে ফেলেছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লে দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ঢোকাব।

এএমইউ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয়: যোগী আদিত্যনাথ

আপনজন ডেস্ক: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এএমইউ কেবল মুসলমানদের নয়।

তিনি আরও একবার তাঁর বহুল প্রচারিত "বাটেঙ্গে তো কাতেঙ্গে" (বিভক্ত হলে হিন্দুদের জবাই করা হবে) মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আজিজ বাশার রায় বাতিল করার সময় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, এএমইউ-এর সংখ্যালঘু মর্যাদা থাকবে কিনা তা একটি নিয়মিত বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেবে।

তিনি বলেন, এএমইউ শুধু মুসলিমদের নয়। এটা কীভাবে সম্ভব যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তহবিল পাওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে? আলিগড়ের খাইরে একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় আদিত্যনাথ বলেন, সেখানে এসসি, এসটি ও ওবিসিদেরও সংরক্ষণ দেওয়া উচিত।

তিনি সমাজবাদী পার্টি (এসপি), বিএসপি এবং কংগ্রেসকে এএমইউতে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ অস্বীকার করার পিছনে রয়েছে বলে অভিযোগ করে বলেন, "এই দলগুলি 'ভোট ব্যাঙ্কের' রাজনীতি অনুসরণ করে।

তিনি বলেন, 'এই লোকগুলো (বিরোধীরা) আপনাদের ভাবাবেগ নিয়ে খেলছে। অন্ধ হবেন না। মনে রাখবেন, আমাদের ভাগ হলে আমাদের জবাই করা হবে।

তিনি বলেন, ইতিহাস বলে, যখনই আমরা বিভক্ত হয়েছি তখনই আমাদের হত্যা করা হয়েছে। আদিত্যনাথ তার ভাষণে শাহী ঈদগাহ-শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি এবং কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা বিভক্ত বলেই এসব ইস্যুতে অপমানিত হয়েছি।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। খায়ের রাজ্যের নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি যেখানে ২০ নভেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এই আসনে জয়ী হলেও বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী অনুপ বাল্মীকি হাথরস আসন থেকে লোকসভা ভোটে জয়ী হন এবং উপনির্বাচনের প্রয়োজনে সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, ১৩ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের নটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। তার জন্যই ভোটের মেরুকরণের চেষ্টা যোগী আদিত্যনাথের!

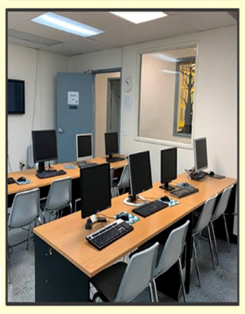

শিক্ষাসেবী
জনাব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান : জি.ডি. চেরিটেবল ট্রাস্ট

শিক্ষাবিদ
জনাব আলহাজ্ব নুরুল হক (Ex-IAS)
চেয়ারম্যান : জি.ডি. মনিটরিং কাউন্সিল

শিক্ষাবিদ ড.আজিজার রহমান
বি.এস.সি(অনার্স)বি.এড., এম.এস.সি(ফিজিক্স) পি.এইচ.ডি
সভাপতি- চাঁদপুর আলিয়া একাডেমি ফর বয়েজ

শিক্ষাসেবী: আলহাজ্ব ফিরোজ উদ্দিন
বি.এ.(অনার্স) বি.এড-এম,এ(ডবল) এম.এড
সম্পাদক- চাঁদপুর আলিয়া একাডেমি ফর

জি.ডি.(GD) স্ট্যাডি সার্কেল পরিচালিত
চাঁদপুর আলিয়া একাডেমী ফর বয়েজ
(উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
(তুলনামূলক কম খরচে, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য পরিবেশন সহ উপযুক্ত এবং আধুনিক মানের শিক্ষা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা)
পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
ভর্তি চলিতেছে
২০২৫-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে
বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
গ্রাম+পোঃ - চাঁদপুর, বেড়াচাঁপা-হাবড়া রোড, থানা- দেগঙ্গা, জেলা- উঃ ২৪ পরগণা
যোগাযোগ - 8250254738 / 7602225102 / 8536840878 / 9735669546 / 9830 367606
পথনির্দেশিকা
বনগাঁ-শিয়ালদহ থেকে গুমা-হাবড়া স্টেশনে নেমে টোটো ধরে বদরহাট (১০ মিনিট)।
বদরহাট থেকে বেড়াচাঁপা লাইনে চাঁদপুর আলিয়া মিশন (১০ মিনিট)
এবং ধর্মতলা থেকে বসিরহাট গামী বাসে বেড়াচাঁপা চৌমাথা নেমে, হাবড়া লাইনে টোটো / অটো ধরে চাঁদপুর আলিয়া মিশন (২০ মিনিট)।

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল
প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল
সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ
সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা
স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা
ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা
সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা
চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি
মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ
২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা
ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card
✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

অটোমোবাইল সার্ভিস সেন্টার পুড়ল আগুনে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: অটোমোবাইল সার্ভিস সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আগুনে পুড়ে ছারখার গোটা একটি শোরুম। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন, পরিস্থিতি সামাল না দিতে পারলে পরবর্তীতে আরো চারটি ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এখনো দাও দাও করে জ্বলছে আগুন, নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মালোপারা এলাকার এস জি অটোমোবাইল সার্ভিস সেন্টার এর ঘটনা। সূত্রের খবর হঠাৎই ওই সার্ভিস সেন্টারের উপরতলায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে সাথে সাথে আতঙ্কে নিচে নেমে আসে কর্মচারীরা, দমকলকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন, তবে দীর্ঘ সময় আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসলে পরবর্তীতে আনা হয় আরো চারটি ইঞ্জিন, তবুও এখনো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা হলেও এখনও স্পষ্ট নয় কি পরিমানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জানা গেছে সার্ভিস সেন্টারের সমস্ত আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, একপ্রকার বলা যেতেই পারে আগুনে পুড়ে কঙ্কালের রূপ নিয়েছে সার্ভিস সেন্টার। জানা যায় দু চাকার যত ব্যাটারি চালিত গাড়ি আছে এই সার্ভিসিং সেন্টারেই সার্ভিস করা হতো, তবে কি কারণে এই অগ্নিকাণ্ড এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

মুরগি চুরি ঘিরে রণক্ষেত্র কৃপাখালি গ্রাম

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: কিছুদিন আগে এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিলো জয়নগর থানার কৃপাখালি গ্রাম।আর সেই গ্রামের দুই পাড়ায় শুক্রবার রাতে মুরগী চুরির ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো।দুই পাড়ার মধ্যে মারপিট, মাথা ফাটানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিলো।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে এদিন রাতে বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস ও জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন।শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ও এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো আছে।এখন এলাকা পুরোপুরি থমথমে।

বুথে বুথে প্রতিবাদ সভা তৃণমূলের

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১’নম্বর ব্লকের ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দনেশ্বর ২৬৩ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। রাজ্যর আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের টাকা সহ আটকিয়ে রাখার প্রতিবাদে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। তারি প্রতিবাদে দিল্লিতেও আন্দোল করতে দেখা গিয়েছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাংসদ , বিধায়ক সহ বাংলার বঞ্চিত মানুষদেরকে। সেরূপ আজ অর্থাৎ শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদারের নেতৃত্বে। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয় । এদিন প্রতিবাদ সভার মধ্যে দিয়ে বলেন ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদার বলেন, ও ১০০ দিনের কাজের টাকা ও বাংলার আবাস যোজনা টাকা না দেওয়াতে সহ একাধিক দাবি তুলে বুথে বুথে প্রতিবাদ সভার করা হচ্ছে । এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ভবেশ রঞ্জন চক্রবর্তী,বুথ সভাপতি সৌমেন সরদার প্রমুখ।

বিজয়ী সম্মেলন অনুষ্ঠানে তৃণমূল কর্মীদের পাশে হাজির অভিষেক

নকিব উদ্দিন গাজী ও আসিফা লস্কর ● আমতলা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের পর বেশ কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে এবং চোখের অস্ত্র প্রচারের পর আবারো রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়ল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই চোখের চিকিৎসার জন্য বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে ছিলেন তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। তবে সে কথা অবশ্য তিনি আগেই জানিয়েছিলেন। বিদেশে অস্ত্রোপচার করিয়ে আসার পরে ফের বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে জনসংযোগ শুরু করতে হাজির হয়েছেন নিজের ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র আমতলায়।

শনিবার আমতলার কার্যালয়ে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার অভিষেকের জন্মদিন ছিল। সেদিন তাকে শুভেচ্ছা জানাতে বাড়ির সামনে উপচে পরে ভিড়। সেইদিন কাউকেই নিরাশ করেননি অভিষেক। তারপরে আজ নিজের সংসদীয় এলাকায় নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারিতা সেরে নিতে এসেছেন অভিষেক। রাজ্যে উপনির্বাচনের আগেই বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ শুরু করলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভার বিধায়করা। এছাড়াও উপস্থিত হন বিভিন্ন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা হতে পারে। আগামীর রূপরেখা এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান থেকেই ঠিক করতে পারে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমতলার সংসদীয় নির্বাচনী কার্যালয় যখন প্রবেশ করে তখন কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। কর্মী সমর্থকদের সঙ্গেও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, কিন্তু প্রমাণ হয় না: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাটোয়া

আপনজন: টেস্ট রিপোর্ট আইজিএম ছিল। টেস্ট রিপোর্ট কোথায়? ডেঙ্গু ফিভার লিখে দায়িত্ব এড়ানো যায় না। তার যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দেয়নি আরজি কর। টেস্ট রিপোর্ট না থাকলে মুখে বলে দিলাম । স্বাস্থ্য ভবন কে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। প্রচার হয়েছে অনেক কমেছে ডেঙ্গু ,ম্যালেরিয়া। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন, মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আরজি কর হাসপাতালে ডেঙ্গু মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক। কলকাতা পৌর সংস্থার ডেঙ্গু প্রতিরোধে জন্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি বলে দাবি মেয়রের। তিনি আরোও বলেন, গঙ্গা ঘাটের ভাঙ্গন নিয়ে আমি পোর্ট ট্রাস্টকে চিঠি দিয়েছি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠির দেওয়া হয়েছে। এখানে ড্রেজিংয়ের দরকার।নির্বাচন শেষ হলেই আমরা পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে বৈঠক করব বলে জানান মেয়র।

লেক থানার অন্তর্গত একটি বেআইনি বাড়ি নিয়ে কেস চলছে। তার পরেও নির্মাণের কাজ চলছে। মেয়র জানিয়েছে আমরা কাজ আটকে রেখেছি। কোর্ট যে ভাবে নির্দেশ দেবেন আমরা সেই ভাবে কাজ করব। বেআইনি নির্মাণের দায়িত্ব কাউন্সিলরদের নয়। আমি প্রশাসন দেখতে আসিনি। আমি বিধায়ক কে জিএসটি দিচ্ছ কি দিচ্ছে না সেটা কি আমি দেখতে যাবো। কাউন্সিলরদের দায়িত্ব বেআইনি নির্মাণ দেখার কাজ নয়। কথা বলা খুব সহজ। কিন্তু প্রমাণ করা কঠিন। একটা জনপ্রতিনিধি বলে চোর নয়। সবাই চোর নয় বলেন মেয়র। আমাদের নতুন প্রকল্পের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে যেখানে নিকাশি ব্যবস্থা নেই। সেটা এই ওয়ার্ডগুলিতে ছিল না সেটা ফেব্রুয়ারিতে কাজ শুরু হবে, বলে আশ্বাস মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। আমাদের দূষণের মাত্র খুব হাই হয়ে গিয়েছিল। সব বোরোকে এক্সোস নির্মাণ কে নোটিশ দিতে হবে। যাতে কোথাও খোলা নির্মাণ করা যাবে না। শহরের সমস্ত গাছে মিস্ট ক্যাননন এবং স্পৃঙ্কারের কাজ হচ্ছে। মেয়র বলেন, রজি করের আইনের এর ভেলিডিটি নেই। প্রচার পাবেন। আইনের ভালিসিটি হচ্ছে তদন্ত। তারাই গিয়েছিলেন সিবিআই এর কাছে। তদন্তের একটা প্রসেস আছে। কালকে যদি কোনো তদন্ত ভুল হবে। এই তদন্ত সিরিয়াসলি করতে হবে। রাস্তায় কি চার্জশিট দিলাম। তার কোনো গুরুত্ব নেই। আমি কাউকে পছন্দ করছি না বলে অভিযোগ করে দেব সেটা হয় না। সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত করতে পারবে না। কেসের শুনানি লোয়ার কোর্ট করবে। এটা তো ঠিক বামপন্থীরা এই আন্দোলন করেছে। এই অপরাধের ফাঁসি কার্যকর করা উচিত। বিধান সভায় একটা অপরাজিতা আইন হয়েছে। সেটা রাষ্ট্রপতি কাছে যাচ্ছে। এত বড় একটা জায়গায় বড় ছোট একটা ভুল হতেই পারে। শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নয় ,অনেক ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল ফল্ট হতেই পারে। মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, কিন্তু প্রমাণ হয় না। সন্দেশখালি এবং আরজি কর হচ্ছে তার প্রমাণ বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

হাতিয়াড়া থেকে নিউটাউন সংযোগে শুরু হল সেতু নির্মাণের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

প্রতিশ্রুতি পূরণ
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার
তাপস চ্যাটার্জী
মহঃ আফতাব উদ্দিন
মহঃ সিরাজুল হক
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও কাজের শুরু
৮ নভেম্বর ২০২৪, শুক্রবার, বেলা ৪টা

আপনজন: শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হাতিয়াড়া থেকে নিউ টাউনে যাওয়ার সংযোগকারী সেতু নির্মাণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য আফতাব উদ্দিন, বিধাননগর পৌর নিগমের এক নম্বর বরো চেয়ারম্যান শাহনাওয়াজ আলী মন্ডল ডাম্পি সহ আরো বিশিষ্টজনরা। সকলেই এক বাক্যে বলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিরাজুল হক তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে এই সেতু নির্মাণের উদ্যোগ। নিউটাউন গড়ে তোলার সময় জমি অধিগ্রহণের কারণে হাতিয়াড়াবাসী জমি হারা হয়ে পড়েন। সেতুবন্ধনের এই কাজ সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়বে বলে সকলেই মনে করছেন। এদিনই সেতুর কাজ শুরু হয়ে যায়, জোর কদমে বিজ্ঞজনের তদারকিতে যত তাড়াতাড়ি এই কাজ সম্পূর্ণ করা যায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে, বলে জানান কাউন্সিলর সিরাজুল হক। তিনি আরো বলেন, এই সেতু হলে বিধান নগর কর্পোরেশনের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকদের পাশাপাশি উপকৃত হবেন আরো অনেকেই। ভিআইপি থেকে নিউ টাউন সরাসরি যাতায়াত করা যাবে এই রাস্তা দিয়ে। ফলে তেঘরিয়া, লোকনাথ মন্দির, হাতিয়াড়া সংঘ ও মেঠোপাড়া, রাজারহাট, ইকোপার্ক, ইকোপার্ক থানা, তিতুমীর মেট্রো স্টেশন ইত্যাদি একাধিক জায়গার মানুষজনের যাতায়াত এতে অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেতু নির্মাণের পাশাপাশি বাগুইআটি থেকে হাতিয়াড়া সড়ক সংস্কার, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, হাই মাস্ট লাইট লাগানোসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে সকলের সহযোগিতায় ১৩ নম্বর ওয়ার্ড আজ অনেকটাই এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং আগামী দিনেও সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমরা ঐক্যবদ্ধ বলে জানান সিরাজুল হক।

খুনে অভিযুক্তর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সালার থানার মালিহাটি গ্রামের কিছুদিন আগে খুনে হয়েছিল। খুনে অভিযুক্ত ও তার আত্মীয়দের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠল। প্রায় ছয়টি বাড়িতে ভাঙচুর লুটপাট চালান হয়েছে। এমনকি আক্রান্ত পরিবার গুলিকে পুলিসের কাছে অভিযোগ জানাতেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি। ফলে ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে মালিহাটি গ্রামে। প্রসঙ্গত, গত ১৪ অক্টোবর ওই গ্রামের মাঠপাড়ার তৃণমূল কর্মি আলাই শেখের (৫৫) দুষ্কৃতীদের মারধরে মৃত্যু হয়। তৃণমূলের দুইগোষ্ঠীর ঝামেলার জেরেই তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি। এরপর মৃতের স্ত্রী ১১জনের নামে পুলিসে খুনের অভিযোগ করেন। তারপর থেকেই গ্রামে উত্তেজনা রয়েছে। পুলিস তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে শুক্রবার রাতে ফের গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। ছয়টি বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা।

ওয়াকফ বিল, ওবিসি নিয়ে সভা বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

O.B.C
9831859540
7318857405
8918277350

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন-২০২৪ এবং হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল বসিরহাটে। পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ওবিসি পুনর্বহালের দাবিতে ওই সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অধ্যাপক আইনজীবী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক বিশিষ্টজনেরা। ওই সভায় বক্তব্য রাখার সময় বিশ্লেষকদের ওয়াকফ সংশোধনী আইন-২০২৪ এর বিরুদ্ধেও সরব হতে দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুল হান্নান। তিনি বক্তব্য রাখার সময় ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের ফলে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ওবিসিরা কতটা সমস্যায় পড়বে তা বিশ্লেষণ করেন। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও তা বিলম্বিত হওয়ায় রাজ্যের ওবিসি শংসাপত্রধারীরা যে সমস্যার মধ্যে রয়েছে তা উল্লেখ করে রাজ্য সরকারকে বিকল্প পথ গ্রহণ করে ওবিসি সমস্যা নিরসনের পরামর্শ দেন আব্দুল হান্নান। নাগরিক সমাজের সভাপতি আরশেদ আলী মোল্লা সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজীরা জানান, ‘ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় সমস্যায় পড়ছেন লক্ষ লক্ষ শংসাপত্রধারীরা। শিক্ষার্থী থেকে চাকরি প্রার্থী সকলেই সমস্যায় রয়েছেন। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ও বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি দ্রুত সমাধান এবং ওবিসি পুনর্বহালের দাবিতে সরকারের কাছে আমাদের এই আলোচনা সভা।’ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর জহর এ মন্ডল। তার মতে এসব কিছুই ‘সংখ্যালঘুদের উপর একটি আঘাত।’ এদিন তিনি ওয়াকাফ সংশোধনী আইন ২০২৪ এর সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট আলোচকদের মতে, ‘সবার জন্য এক আইন এটা নয়, দুর্বলের জন্যও আইন হতে হবে । এটাই হবে প্রকৃত আইন ।’ তাই সরকারকে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান তাঁরা। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি আব্দুল্লাহ সাহাজী, বিধান গাইন, সাহিত্যিক সমুদ্র বিশ্বাস, আইনজীবী রাবিয়া খাতুন, মনোজ মল্লিক, বিশিষ্ট শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান, শাহনাজ আলম, আইয়ুব আলী মোল্লা, সহরব হোসেন প্রমুখ।

জাতীয় সড়কে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে লাগল আগুন

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: শুক্রবার রাতে গলসির মানিকবাজার মোড় সংলগ্ন ওভারব্রিজের উপরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক। পুলিশে এসে যানজট ছাড়িয়ে ব্রীজের নিচের রাস্তা দিয়ে যান চলাচলের ব্যাবস্থা করে। স্থানীয়দের থেকে জানাগেছে, একটি সিএনজি গ্যাসের গাড়ি দুর্গাপুর থেকে বর্ধমান দিকে যাচ্ছিল। মানিক বাজারের ব্রীজের কাছে আসতে একটি ডাম্পারের সাথে সংঘর্ষ হয় তার। এর ফলে দুটো গাড়িতেই আগুন লেগে যায়। তীব্র আগুনে সিএনজি গ্যাসের গাড়ির সাথে সাথে ও ডাম্পারেও দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তবে ঘটনার জেরে কোন হতাহত হয়নি বলে জানান এক দমকলকর্মীরা। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন, গলসি ওসি অরুন কুমার সোম ও সিআই শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুদিখানা ও ওষুধ দোকানে চুরির চেষ্টা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: তিনটি মুদিখানার দোকান ও এক গ্রামীন চিকিৎসকের ঔষধের দোকানের শাটারের তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের গোলার মোড় এলাকায়। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিক দাস, রূপক দাস ও পুতুল দাসের মুদির দোকানে ও গ্রামীণ চিকিৎসক মহম্মদ বেলালের ঔষধের দোকানে তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। তবে দুষ্কৃতীরা কিছুই নিয়ে যেতে পারেন নি। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসক বেলাল বলেন, শুক্রবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখি শাটারের তালা ভাঙা। পাশাপাশি তিনটি মুদির দোকানেরও তালা ভাঙা রয়েছে। কে বা কারা রাতে এই চুরির চেষ্টা চালিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিসি টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সিভিকের দাবি করেছি।

গ্রামে ফিরল পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ৩ মাস আগে টাওয়ারের কাজে গিয়ে শক লেগে মৃত্যু হল মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের শোভানগর অঞ্চলের এক পরিযায়ী শ্রমিক নাবিউল খান। শনিবার তার নিথর দেহ কফিনবন্দি হয়ে এল গ্রামে। পরিবারের রয়েছে মা, বাবা, স্ত্রী দুই মেয়ে ও দুই ভাই সহ ৯ জন।সংসারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ৩ মাস আগে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের শোলাপুরে।

তার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার টাওয়ারে শক লেগে পড়ে গিয়ে মারা যায় নাবিউল খান।তার মৃত্যুতে সারা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ তার মরদেহ গ্রামে এলে তাকে শেষ বারের মতো দেখতে প্রায় গ্রাম ও পার্শ্ববর্তি গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক তার বাড়ির সামনে জড়ো হয়। জানা গেছে,নাবিউল খানের বাবার সাজুল খান।সে সাজুল খানের দ্বিতীয় ছেলে। পরিবারে তার এক স্ত্রী

প্রিয়া খাতুন, দুই মেয়ে নায়েরা খাতুন ও সাকিনা খাতুন সহ ১০ ছিল। তাকে হারিয়ে রইল ৯ জনের পরিবার। এখন কিভাবে চলবে সংসার সেই চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন তারা। পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাকে হারিয়ে তার পরিবারের লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।তার মা ও বাবার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে করুন আর্জি যেন পরিবারটিকে এই দুর্দিনে আর্থিক আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হয়।

লাইনচ্যুত সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ায় লাইনচ্যুত শালিমার সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস, সাতসকালে ফের ট্রেন দুর্ঘটনা। দক্ষিণ পূর্ব রেলের নলপুর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয় ডাউন শালিমার সেকন্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। আজ ভোরের ঘটনা। শালিমার স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় ঘটে ওই ঘটনা। সূত্রের খবর, এক নম্বর লাইন থেকে যাওয়ার কথা থাকলেও এক্সপ্রেসটি কোনও ভাবে দু’নম্বর লাইনে চলে আসে। লাইনচ্যুত হয় এক্সপ্রেসের তিনটি বগি। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে হাওড়ার দক্ষিণ-পূর্ব শাখায়। তদন্ত শুরু করেছে দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। তবে গতি কম থাকাতেই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা মিলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়,ঘটনায় খুনের অভিযোগ বাবার পরিবারের, খুন নাকি আত্মহত্যা তদন্তে পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ শাশুড়ি ও জায়ের বিরুদ্ধে, ঘটনায় আটক দুই।মৃত গৃহবধূর নাম মামনি খাতুন বিবি। শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের হিতানপুর এলাকায়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ বিগত সাত বছর আগে গ্রামের ছেলে সামিউল ইসলামের সাথে বিয়ে হয় মামনি খাতুনের , স্বামী স্ত্রীর জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শাশুড়ি ও জা। বিয়ের পর থেকেই চলত শাশুড়িও জায়ের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। তাদের সাংসারিক জীবনের একটি সন্তানও রয়েছে বলে জানান মৃতার পরিবার।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন বাজারে কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার বিভিন্ন ধরনের বাজারে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের আহ্বানে নিত্যদিনের খাদ্যদ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আজকে বাজারের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা ঘিরে কংগ্রেস নেতা নেত্রী ও কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উদয়নারায়ণপুর , আমতা,শ্যামপুর কেন্দ্র কংগ্রেসের আয়োজনে উদয়নারায়ণপুর বাজার,বাইনান,সাবসিট ও শশাটিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা লক্ষনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় বলে জানা গেছে। এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সহ সভাপতি তথা চার বারের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত বরণ মিত্র, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি ও সম্পাদক সহ আমতা, শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি ও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি বর্গ ও নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন পর্যায়ক্রমে বলে জানা যায় । তাঁরা হলেন সেখ জাইদুল ইসলাম,সেখ হাফিজুর রহমান, শম্ভু নাথ ঘোষ, সুপ্রিয় ঘোষ বাবু, সমরেন্দ্র নাথ মল্লিক, আতিয়ার রহমান খান সহ আরো অনেকে। নিত্যদিনের খাদ্যদ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে একদিকে কৃষকরা দিশেহারা বলেও এদিনা অভিযোগ করে কংগ্রেস।

প্রথম নজর

সৌদি আরব ভ্রমণে সঙ্গ দেবে নারী এআই

SARA AI
BETA
المرشدة الذكية
للسياحة السعودية
روح السعودية

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি পর্যটন খাতকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। তাই দেশটিতে ভ্রমণকারীদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য নারী এআই-এর ব্যবস্থা করেছে সৌদির পর্যটন কর্তৃপক্ষ।

সৌদির পর্যটন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা সারা অ্যাপের বেটা ভার্সন উন্মোচন করেছে। এর ফলে দেশটিতে ভ্রমণকালে দর্শনার্থীরা নারী সঙ্গী গাইড হিসেবে নিতে পারবেন। চলতি সপ্তাতে লন্ডনে ওয়াল্ড ট্রাভেল মার্কেট প্রদর্শনীতে এটি উন্মোচন করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুধিমত্তার মাধ্যমে পরিচালিত এ পরিষেবা ডিজিটাল নারী গাইডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। এ গাইড সৌদি আরব সম্পর্কে গভীরভাবে জ্ঞানী এবং দেশটির পর্যটন গন্তব্য, ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং দর্শকদের আগ্রহের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

সারা নামের এ অ্যাপটি ওয়াল্ড ট্রাভেল মার্কেটে সৌদি প্যাভিলিয়নে প্রদর্শন করা হয়েছে। গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী বুধবার শেষ হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে এটি সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। ফলে সৌদির পর্যটন খাতে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে অ্যাপটি যে বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করেছে তাতে তারা মুগ্ধ হয়েছেন।

কর্মকর্তারা আরও জানান, অ্যাপটিতে স্মার্ট ট্যুরিজমের প্রতি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এআই-এর সাম্প্রতিক উন্নয়নগুলোকে এতে কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে এটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, দর্শনার্থীদের চাহিদা বুঝতে পারে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক এবং নির্বিঘ্ন কথোপকথনশৈলীতে তথ্য ও পরামর্শ দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে।

আফগান নারীদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ?

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের নারীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বলে জানিয়েছে তালেবান সরকারের নৈতিকতা মন্ত্রণালয়। এএফপিকে শনিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে তারা এই তথ্য জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোও প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের বাইরে অবস্থিত আফগান সংবাদমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক কিছু সংবাদমাধ্যম সম্প্রতি এক অডিও রেকর্ডিংয়ের ভিত্তিতে নারীদের পরস্পরের কণ্ঠস্বর শোনা নিষিদ্ধ বলে জানায়। ওই রেকর্ডিংয়ে তালেবানের পুণ্য প্রচারণা ও পাপ প্রতিরোধ মন্ত্রণালয়ের (পিভিপিভি) প্রধান মোহাম্মদ খালিদ হানাফি প্রার্থনা সম্পর্কিত কিছু নিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

পিভিপিভির মুখপাত্র সাইফুল ইসলাম খায়বার বলেন, এই প্রতিবেদনগুলো 'বুদ্ধিহীন' ও 'অযৌক্তিক'। এএফপির নিশ্চিত করা একটি রেকর্ডিংয়ে তিনি বলেন, 'একজন নারী অন্য নারীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন, সমাজে নারীদের একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ প্রয়োজন, নারীদের নিজেদের চাহিদা রয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, ইসলামী আইনের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন হানাফির বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রার্থনার সময় নারীরা কথার পরিবর্তে হাতের ইশারা ব্যবহার করবেন, যেন উচ্চস্বরে কথা না বলতে হয়।

এএফপি জানিয়েছে, দেশটিতে সম্প্রতি 'পুণ্য ও পাপ' আইনের অধীনে নারীদের প্রকাশ্যে গান গাওয়া বা কবিতা আবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আইনটিতে আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, নারীদের কণ্ঠস্বর ও দেহ বাড়ির বাইরে থাকার সময় আড়ালে রাখতে হবে। কিছু প্রদেশে নারীদের কণ্ঠস্বর টেলিভিশন ও রেডিওতে সম্প্রচারেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তালেবান সরকার ইসলামী আইনের তাদের কঠোর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু নিয়ম জারি করেছে, যার কারণে নারীরা কঠোর নিয়ন্ত্রণের শিকার হচ্ছে।

লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইসরায়েলি বিমান হামলা, বহু হতাহতের আশঙ্কা

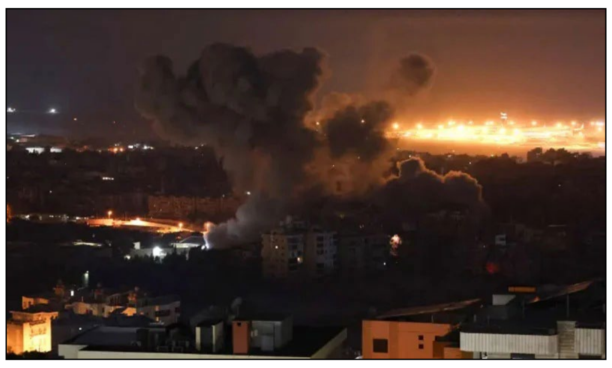

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কাছে লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ শহরতলীর বুর্জ আল-বারাজনেহ এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের সরকারি বার্তা সংস্থা ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (এনএএ)-এর বরাতে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, হামলার সময় বৈরুত শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং আগুনের শিখা ও কালো ধোঁয়া পুরো শহর ঢেকে গেছে।

এছাড়া হামলা চালানো হয়েছে বৈরুতের আল-জামুস এলাকাতেও। তবে ইসরায়েলের আরবি ভাষার সামরিক মুখপাত্র আভিচে আদ্রাই হামলার আগে ঐ এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেননি, এমনটি জানানো হয়েছে আল-জাজিরার প্রতিবেদনে।

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নিশ্চিত হয়নি, তবে ব্যাপক হতাহতের আশঙ্কা রয়েছে।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে লেবাননে অন্তত ৩ হাজার ১১৭ জন নিহত এবং ১৩ হাজার ৮৮৮ জন আহত হয়েছেন। গাজার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। সেখানে ইসরায়েলি হামলায় ৪৩ হাজার ৫০৮ জন নিহত এবং ১ লাখ ২ হাজার ৬৮৪ জন আহত হয়েছেন।

ট্রাম্পকে জেতানোয় পুরুষদের বিরুদ্ধে যৌন ধর্মঘটের ঘোষণা মার্কিন নারীদের

EVERY DAY
WE WILL FIGHT HIS HATE

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফের বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নেননি দেশটির অনেক নারী। তারা বলছেন, পুরুষদের ভোটের কারণে ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন। আর এর প্রতিবাদে '৪ বি' নামের একটি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অনেকে। এর অংশ হিসেবে তারা পুরুষদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক, বিয়ে, ভালোবাসার সম্পর্ক ও সন্তান জন্ম না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। '৪ বি' নামের এই ব্যতিক্রম আন্দোলনটির উৎপত্তি দক্ষিণ কোরিয়ায়। তবে ট্রাম্পের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রে এটি ট্রেন্ডিংয়ে পরিণত হচ্ছে। ট্রাম্পের জয়ের পর ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কমলা হ্যারিসের সমর্থকরা ট্রাম্পকে নারী বিদ্বেষী হিসেবে অভিহিত করছেন।

এছাড়া ট্রাম্পের জয়ের পর অনেক নারীকে কাঁদতে দেখা গেছে। আর এখন তারা শুরু করছেন '৪ বি' আন্দোলন। '৪ বি' শব্দের অর্থ হলো 'চারটি বিষয়কে না'। কোরিয়ান ভাষায় 'না'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 'বি'। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যা দেশটির সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ২০২১ সালে দক্ষিণের প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়ুল বলেন, এ আন্দোলন তাদের দেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে 'সুন্দর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় জন্মহার কমে যাওয়ার পেছনে '৪ বি' আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। ব্রায়ান স্কট নামের এক এক্স ব্যবহারকারী গত ৭ নভেম্বর এক পোস্টে জানান, সার্চ ইঞ্জিনে অসংখ্য নারীকে '৪ বি' সম্পর্কে সার্চ করতে দেখা গেছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডিরত মিরা চোই সংবাদমাধ্যম এনবিসিকে বলেছেন, 'নারীরা সরকার আর রাষ্ট্র নিয়ে ভাবা শুরু করেছে। আর তখনই পুরুষরা তাদের ব্যর্থ করে দিচ্ছে।'

অনেক নারী আশা করেছিলেন এবারের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস জিতবেন এবং তাদের প্রজনন বিষয়ক অধিকারগুলো রক্ষা করবেন। এই নারীরা মনে করছেন তাদের এই আকাঙ্খাকে এবারের নির্বাচনে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

তবে অনেক নারীই আবার এই '৪ বি' আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একজন বলেছেন, এটির কারণে কোনো পুরুষের ঘুম হারাম হয়ে যাবে এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি।

দ. কোরিয়ার ওপর উ. কোরিয়ার জিপিএস জ্যামিং হামলা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় জিপিএস (GPS) জ্যামিং হামলা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া বলে অভিযোগ করেছে সিউলের সামরিক বাহিনী। এই হামলার ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার বেশ কিছু জাহাজ এবং অসংখ্য বেসামরিক বিমানের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

উত্তর কোরিয়ার এই অভিযানের মাত্র এক সপ্তাহ আগে তারা তাদের উন্নত শক্তিশালী কঠিন জ্বালানি ভিত্তিক আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পর তারা রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনের যুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছে।

শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়া তাদের নিজস্ব ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করে উত্তর কোরিয়ার যেকোনো ধরনের উসকানির বিরুদ্ধে সজাগ থাকার সংকল্প জানায়। সিউলের যৌথ প্রধানরা জানান, উত্তর কোরিয়া হেজু এবং কায়েসং এলাকায় জিপিএস জ্যামিং ঘটিয়েছে। এতে কয়েকটি জাহাজ এবং অসংখ্য বেসামরিক বিমান কিছুটা অপারেশনাল ব্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছে।

মোজাম্বিকে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় নিহত ৩০

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (৮ নভেম্বর) মোজাম্বিকের বৃহত্তম হাসপাতাল জানিয়েছে, আগের দিন (৭ নভেম্বর) পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে তিনজন নিহত এবং ৬৬ জন আহত হয়েছে। আহত ৬৬ জনের মধ্যে ৫৭ জনই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বিক্ষোভের বিরুদ্ধে গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চলা দমন-পীড়নে অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছে। তবে সহিংসতায় নিহতের এই সংখ্যায় গত বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে রাজধানী মাপুতোতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে ছত্রভঙ্গ করার ঘটনায় হতাহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মোজাম্বিকের সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় এখন পর্যন্ত মোট ৩৪ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে।

গত ২৪ অক্টোবর ক্ষমতাসীন ফ্রেলিমো দলকে নির্বাচনে ৭০ শতাংশের বেশি ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণার পর সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিরোধীপ্রার্থী, সুশীল সমাজ ও পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে শুরু হওয়া বিক্ষোভে পুলিশ টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়ে। নির্বাচন পরবর্তী বিক্ষোভে প্রথম সপ্তাহেই বন্দুকযুদ্ধে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়। ক্ষমতাসীন দল ফ্রেলিমো ৪৯ বছর আগে পর্তুগাল থেকে দেশটির স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতায় আছে।

রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের ৩ শতাধিক সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে গত ২৪ ঘণ্টায় রাশিয়ার হামলায় দেশটির তিন শতাধিক সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কো।

পাশাপাশি ইউক্রেনের বেশকিছু যুদ্ধযানও ধ্বংস করেছে বলে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

এক প্রতিবেদনে রুশ বার্তা সংস্থা তাস বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী কুরস্ক সীমান্তে ৩০০-র বেশি সৈন্য হারিয়েছে। এছাড়া ইউক্রেনের দুটি পদাতিক যুদ্ধ যান, একটি সাঁজোয়া যুদ্ধ যান, ছয়টি মর্টার, দুটি ইলেকট্রনিক যুদ্ধের স্টেশন এবং চারটি মোটর যান ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইউক্রেনের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শনিবার (৯ নভেম্বর) রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে যে, এই সৈন্য মৃত্যুর পর কুরস্ক সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষের সময় ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর প্রায় ৩০ হাজার ৮০০ সৈন্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর পাশাপাশি ইউক্রেনের ১৮৯টি ট্যাংক, ১২৩টি পদাতিক যুদ্ধ যান, ১০৭টি সাঁজোয়া বাহন, ১,০৯৫টি সাঁজোয়া যুদ্ধ যান, ৮৩৩টি মোটর যান এবং ২৬২টি আর্টিলারি অস্ত্রও ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের দুটি মনুষ্যবিহীন ড্রোন (ইউএভি) ধ্বংস করেছে রাশিয়ান বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

শনিবার আঞ্চলিক গভর্নর আলেকজান্ডার বোগোমাজ তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে এ খবর জানিয়ে বলেছেন, দায়িত্বে থাকা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের আকাশসীমায় দুটি ইউএভি (ড্রোন) আটকায় এবং ধ্বংস করে। তবে এ ঘটনায় কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি জানান গভর্নর। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, জরুরি সেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে কাজ করছে।

প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাতে ফোন দিয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ওই ফোনকলে ট্রাম্পের সঙ্গে যুক্ত হন স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও ধনকুবের ইলন মাস্কও।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় ৬ মাসে নিহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েলি গণহত্যায় অনেক বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক কার্যালয়। নিজেদের বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থাটি বলেছে, গত ছয় মাসে গাজায় যারা নিহত হয়েছেন, তাদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক কার্যালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে ইসরায়েলের হামলা চালানো এত বেশিসংখ্যক প্রাণহানি হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ।

গাজা উপত্যকায় 'অভূতপূর্ব' মাত্রায় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। 'যুদ্ধাপরাধ ও অন্যান্য সম্ভাব্য নৃশংস অপরাধের' বিষয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অবশ্য ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

এর আগে ইসরায়েল বলেছিল, তারা হামাসকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে এবং বেসামরিক মানুষদের ঝুঁকি কমানোর কথা মাথায় রেখে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গতকালের প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিবিসি।

২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় নিহত হওয়া ৮ হাজার ১১৯ জন মানুষের বিস্তারিত তথ্য তারা যাচাই করেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নিহত মানুষের প্রায় ৪৪ শতাংশ শিশু এবং ২৬ শতাংশ নারী। বেশির ভাগেরই বয়স পাঁচ থেকে নয় বছরের মধ্যে।

সংস্থাটি আরও বলেছে, ভুক্তভোগীদের প্রায় ৮০ শতাংশই আবাসিক ভবন কিংবা একই ধরনের আবাসনব্যবস্থার ওপর হামলার ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে জাতিসংঘ। মন্ত্রণালয়টির হিসাব অনুসারে, গত ১৩ মাসে গাজায় ৪৩ হাজার ৩০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। বোমা হামলায় বিধ্বস্ত ভবনগুলোর ধ্বংসাবশেষের নিচে আরও অনেক মৃতদেহ চাপা পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, নিহত মানুষের বেশির ভাগেরই পূর্ণাঙ্গ জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করেছে তারা। নিহত মানুষের প্রতি তিনজনের একজন শিশু।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০০মি.

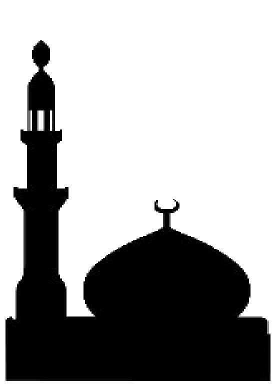

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৩	৫.৪৬
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৯	
মাগরিব	৫.০০	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

দলের পরাজয়ের জন্য বাইডেনকে দুষলেন পেলোসি

আপনজন ডেস্ক: জো বাইডেন যদি আরো আগেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে তার দল সদ্য সমাপ্ত ভোটে আরো ভালো করতে পারতো বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন কংগ্রেসের সাবেক স্পিকার ও প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট নেতা ন্যান্সি পেলোসি। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট আরো আগে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলে হয়তো অন্য প্রার্থীরা নির্বাচনের দৌড়ে আসতো। উন্মুক্ত প্রাইমারিতে কয়েক মাস ধরে প্রচারণা ও বিতর্কে অংশ নেয়ার মাধ্যমে দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিত করার সুযোগ পায় ডেমোক্র্যাট।

পাকিস্তানে রেলস্টেশনে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ২৪

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার রেলওয়ে স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫০ জন।

শনিবার (৯ নভেম্বর) কোয়েটা সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এসএসপি) অপারেশন্স মোহাম্মদ বালুচ সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনাটিকে প্রাথমিকভাবে আত্মঘাতী হামলা বলে মনে হচ্ছে। তবে তা নিশ্চিত নয়। বিস্ফোরণের ধরন নির্ধারণে তদন্ত চলছে বলেও জানান তিনি।

এসএসপি বালুচ সাংবাদিকদের আরো বলেন, ফুটেজ অনুযায়ী ঘটনাস্থলে শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিস্ফোরণের সময় একটি ট্রেন পেশোয়ারের উদ্দেশে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে জানা গেছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে।

বেলুচিস্তান সরকারের মুখপাত্র শাহিদ রিন্ড এক বিবৃতিতে জানান, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বিস্ফোরণের প্রকৃতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করছে। এছাড়া ঘটনার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
✆ 9143076708 ✆ 8513027401

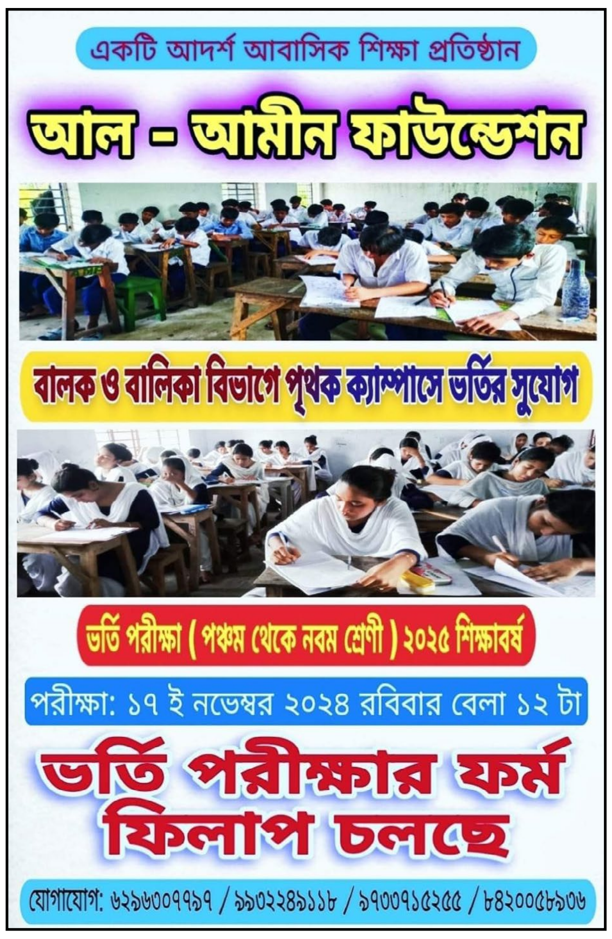
একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩০৩ সংখ্যা, ২৫ কার্তিক ১৪৩১, ৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

নেতৃত্ব ও জ্ঞান হাসিল

উন্নয়নশীল বিশ্বে দেশগুলিতে একটি কাঠামো দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যাহারা ক্ষমতায় থাকেন, তাহারা কী করেন? দিনে দিনে এমনই আবর্জনার স্তূপ তৈরি করিয়া ফেলা হয় যে, কাহাকে না কাহাকে সেই আবর্জনা পরিষ্কার করিতে আগাইয়া আসিতে হয়। তাই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে নাই, যে কাউকে সকল প্রক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে আগাইয়া আসিতে হয়। এই সকল দেশে যাহারা ক্ষমতায় থাকেন, তাহাদের মধ্যে বিরোধী দলগুলিকে খাটো করিয়া দেখিবার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ইহার ফলে ক্ষমতার একটি বলয় তৈরি হয়। এবং এই সকল দেশে যাহারা ক্ষমতায় থাকেন, তাহারা হয়তো জানেনই না যে, এই আচরণের মধ্য দিয়া তাহারা জনগণের জীবনকে কতটা দুর্বিষহ করিয়া তোলেন। আর এই দুর্বিষহ করিয়া তোলার সঙ্গে যোগ দিয়া থাকেন প্রশাসনের একধরনের সুবিধাভোগীরা, যাহাদের দেশ সম্পর্কে কোনো অনুভূতি, কোনো কমিটমেন্ট থাকে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলি যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের সবচাইতে বড় একটি দুর্বলতা হইল, তাহারা দেওয়াল লিখন পড়েন না। পূর্বে দেওয়াল লিখন হইতে মানুষের নানা মত পাওয়া যাইত। কিন্তু যিনি দেওয়াল লিখন পড়িতে বলিয়াছিলেন, তিনি এখন থাকিলে কী বলিতেন? এখন দেওয়ালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাহা থাকে, তাহা হইতে জনগণের ভাষা বুঝিবার কোনো সুযোগ নাই। এই সম্পর্কে ফরাসি বিপ্লবের একটি উদাহরণ সকলের স্মরণে রাখা দরকার। ফরাসি বিপ্লবকালে জনগণ যখন জাগিয়া উঠিয়াছে, বাস্তিল দুর্গ পতনের মুখে, তখনো রাজদরবার দেওয়াল লিখন পড়িতে পারে নাই। এমনকি সাধারণ মানুষের মনোভাবের সঙ্গে তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না। কথিত আছে, বিপ্লবীরা যখন রাজদুয়ারের দ্বারপ্রান্তে চলিয়া আসিয়াছে, তখন রাজা ষোড়শ লুইয়ের স্ত্রী, অর্থাৎ রানি ম্যারি আঁতোয়নেতে শোরগোল শুনিতে পাইয়া রাজকর্মচারীদের নিকট জানিতে চাহেন, তাহারা শোরগোল করিতেছে কেন? কর্মচারীরা উত্তরে বলেন, মহারানি ইহারা রুটি খাইতে চাহে, কিন্তু তাহা পাইতেছে না। শুনিয়া রানি উত্তরে বলেন, উহাদেরকে কেক খাইতে বলো! ইহাও ইতিহাসে আছে যে, রানি এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবন যাপন করিতেন যে, রাজকোষ খালি হইয়া গিয়াছিল, যাহার কারণে তাহার টাইটেল হইয়াছিল ম্যাডাম ডেফিসিট।

আজও উন্নয়নশীল দেশে এই প্রবণতাই লক্ষ করা যায়। উন্নয়নশীল দেশের এই একতরফা বিষয় এবং অসহিষ্ণুতা উন্নত বিশ্বেও লক্ষ করা যাইতেছে। তাহা না হইলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত গণতন্ত্রচর্চার দেশেও কেন নির্বাচন-পরবর্তীকালে ফলাফল না মানিয়া লইতে দেখা যায়? ১৭৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনকে তাহার সাবেক মিলিটারি সেক্রেটারি এবং কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জনাথন ট্রামবুল জুনিয়র চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করেন তৃতীয় বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে (১৯৫১ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীর তৃতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হওয়া রদ করা হয়)। কিন্তু ওয়াশিংটন উহাকে গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের ইহা মনে রাখা অতি জরুরি যে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে নাই, যাহাতে সকলেই বলিবে—পরিবর্তন চাই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতেও ইহা স্মরণে রাখা জরুরি। ইসলামে বারংবার যে কোনো বিষয়েই বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআন শরিফের সুরা নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করিও না।' সহি বুখারিতে উল্লেখ আছে, হজরত উমর (রা.) বলিয়াছেন, 'তোমরা নেতৃত্ব লাভের পূর্বেই জ্ঞান হাসিল করিয়া লও।' কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার অনুপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

• • • • • • • • • • • •

বার্লিন প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর পর কী ভাবছেন জার্মানির মানুষ

১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাস। প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে পূর্ব বার্লিনের রাজপথে নেমে এসেছে অসংখ্য মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে আলেকজান্ডার স্কোয়ারে হাজার হাজার মানুষ গর্জে উঠছে আর স্লোগান দিচ্ছে,'ভিয়ার সিন্ড ফলক' অর্থাৎ আমরাই জনগণ। ৭ নভেম্বর ১৯৮৯ ছিল পূর্ব জার্মানের ৪০তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি স্মরণে পার্লামেন্ট ভবন প্যালেস দা রিপাবলিকানে সামনে স্থাপিত বড় মঞ্চে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ অতিথি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ তার বক্তব্যে পূর্ব জার্মানির রাজনীতির সংস্কারের কথা বললেন। লিখেছেন **সরাফ আহমেদ...**

১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাস। প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে পূর্ব বার্লিনের রাজপথে নেমে এসেছে অসংখ্য মানুষ। শহরের প্রাণকেন্দ্রে আলেকজান্ডার স্কোয়ারে হাজার হাজার মানুষ গর্জে উঠছে আর স্লোগান দিচ্ছে,'ভিয়ার সিন্ড ফলক' অর্থাৎ আমরাই জনগণ। ৭ নভেম্বর ১৯৮৯ ছিল পূর্ব জার্মানের ৪০তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি স্মরণে পার্লামেন্ট ভবন প্যালেস দা রিপাবলিকানে সামনে স্থাপিত বড় মঞ্চে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ অতিথি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ তার বক্তব্যে পূর্ব জার্মানির রাজনীতির সংস্কারের কথা বললেন।

অনতিদূরে বিক্ষোভকারীরা 'গর্বি গর্বি' বলে স্লোগান তোলে। পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের প্রিঞ্জলাওয়ার বের্গের দিকে সরিয়ে দেয়। গ্রেপ্তার করে হাজারের বেশি মানুষকে। আহত হন কয়েকশ। পরের দিন আবার রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ, যাদের বেশিরভাগই যুবক। ৯ নভেম্বর পতন হয় সমাজতান্ত্রিক সরকারের, পতন হয় বার্লিন প্রাচীরের।

আজ সেই বার্লিন প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর। পূর্ব আর পশ্চিমে বিভক্ত বার্লিনের সীমান্ত ঘেঁষে ২৮ বছর ধরে যে শহর আর দেশটি বিভক্ত হয়েছিল, ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর হঠাৎ করেই তার পতন ঘটে। এই প্রাচীর পতনের পেছনে ছিল পূর্ব জার্মান সরকারের লাগামহীন কর্তৃত্ববাদ আর তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রবল আন্দোলন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ৪০ বছর পৃথক রাজনীতি আর অর্থনীতি নিয়ে যে জাতি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এখন প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর পর ঐক্যবদ্ধ সেই জাতির উপলব্ধি কি?

কেন জার্মানি বিভক্ত হয়েছিল আবার কেন ঐক্যের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল, তা জানতে একটু পেছনে যেতে হবে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপ আর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জার্মান জাতি নিজেদের বিভক্তি কোনো সময় চায়নি। তবে নাৎসি হিটলারের জবরদখলের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ইউরোপের দেশগুলো ও তাদের নেতারা সেই সময়কার ফ্যাসিবাদী জার্মান রাষ্ট্রের বিভক্তি ও তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছিল।

বার্লিনের প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর বা জার্মান জাতির ঐক্যের ৩৪ বছর পূর্তির প্রাক্কালে মানুষের উপলব্ধি কি! অর্থনৈতিক নানা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দুই অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

হিটলারের জার্মানি যে মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হয়, তাদের একটি অংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ছিল পুঁজিবাদী দর্শন ও অর্থনীতির ধারক এবং অন্য অংশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও অর্থনীতির ধারক। জার্মান জাতির পরাজয়ের পর, জার্মানি ভাগের মাধ্যমে দুটি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল—পশ্চিমে পুঁজিবাদ ও পূর্বে সমাজতন্ত্র। আর দুই জার্মানি তাদের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল।

আশির দশকের শেষে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভের শুরু করা গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা কর্মসূচির হাত ধরে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অধিকতর গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগে সাবেক পূর্ব জার্মানিতেও। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর পূর্ব জার্মানির

> আজ সেই বার্লিন প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর। পূর্ব আর পশ্চিমে বিভক্ত বার্লিনের সীমান্ত ঘেঁষে ২৮ বছর ধরে যে শহর আর দেশটি বিভক্ত হয়েছিল, ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর হঠাৎ করেই তার পতন ঘটে। এই প্রাচীর পতনের পেছনে ছিল পূর্ব জার্মান সরকারের লাগামহীন কর্তৃত্ববাদ আর তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রবল আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ৪০ বছর পৃথক রাজনীতি আর অর্থনীতি নিয়ে যে জাতি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এখন প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর পর ঐক্যবদ্ধ সেই জাতির উপলব্ধি কি?

কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর মুখপাত্র গুন্টার শাবলস্কি পূর্ব জার্মানির নাগরিকদের পশ্চিম বার্লিনে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। সেইদিন সন্ধ্যায়, হাজার হাজার মানুষ বার্লিন প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় সমবেত হয়। সরকারিভাবে নির্দেশ না দেওয়া সত্ত্বেও সীমান্ত প্রহরীরা সীমান্ত খুলে দেয়। পূর্ব থেকে হাজার হাজার মানুষ পশ্চিম বার্লিনে প্রবেশ করে।

মুক্তির এই বাঁধভাঙ্গা আনন্দে অনেকে কাঁদতে থাকেন। তৎকালীন পশ্চিম জার্মান সরকার পূর্ব জার্মানিতে দ্রুত ঘটে যাওয়া এ সব ঘটনায় হতবাক হয়েছিল আর জার্মানির পূর্বাঞ্চলের জনগণ খুব শিগগির দুই জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণের ব্যাপারে মরিয়া হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মিত্রদেশগুলো এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির নেতাদের ধারাবাহিক আলোচনার পর ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানি একীভূত হয়। সেই সময় জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল বলেছিলেন, 'জার্মান জাতির গৌরব করার তেমন কিছু নেই। তবে বার্লিন প্রাচীরের পতন ও জার্মান জাতির একত্রীকরণ নিয়ে আমরা গর্বিত।'

একত্রীকরণের সেই উল্লাস আর আবেগ এখন নেই। তাদের অনেকের দৃষ্টিতে, তারা পশ্চিম জার্মানদের দ্বারা তৈরি সমাজ ও রাজনীতির শিকার এবং তাদের অনেকেই নিজেদের প্রান্তিক নাগরিক বলে মনে করেন। ৩৪ বছর আগে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্য পুনঃএকত্রীকরণ ঘটলেও দুই অঞ্চলের মধ্য কিছু বিভেদ রয়েছে। সাবেক পশ্চিম জার্মানিতে ১৯৪৯ সাল থেকেই এক ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাজার কাঠামো ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশ না হয়েও মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি—এসব সেবার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বজায় ছিল, যা এখনও রয়েছে।

আর সাবেক পূর্ব জার্মানি বা পূর্বাঞ্চল ছিল সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী কাঠামোর রাষ্ট্র। গত ৩৩ বছরে পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতি-আইন, প্রশাসন, রাস্তাঘাট, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্যবস্থা—সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

বার্লিনের প্রাচীর পতনের ৩৫ বছর বা জার্মান জাতির ঐক্যের ৩৪ বছর পূর্তির প্রাক্কালে মানুষের উপলব্ধি কি! অর্থনৈতিক নানা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দুই অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবু ১০ বছরের বেশি সময় ধরে জার্মানির অর্থনীতি ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। সাবেক পূর্ব জার্মানির পুনর্বাসন ও উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে এই অর্জন বিস্ময়কর। তবু পূর্বাঞ্চলের মানুষের আক্ষেপের কথা মনযোগ দিয়ে শোনা জরুরি।

গত ৩ অক্টোবর জার্মান পুনঃঐক্যের ৩৫ বছর পূর্তিতে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস বলেন, বিগত ৩৪ বছর পরেও জার্মান ঐক্য এক অর্থে সম্পূর্ণ নয়। তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন যে পূর্বের জনগণের জন্য পুনর্মিলনের যে নেতিবাচক পরিণতি তা ভুলে গেলে চলবে না।

ওলাফ শলৎস পূর্ব ও পশ্চিমে আরও সমতা আনার পক্ষে কথা বলেন। তবে পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলোয় সাম্প্রতিককালে কট্টরবাদীদের আস্ফালনের বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, এই অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ ভোটার যদি কর্তৃত্ববাদী ও উগ্র রাজনীতিকে বেছে নেয় এবং উদার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তা সমগ্র দেশের জন্য বিপর্যয়কর এবং ক্ষতিকর।

তিনি চার দশক ধরে বিভক্ত এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে একত্রিত করার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে জার্মানি এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন।

৩৫ বছর আগে ৯ নভেম্বর ছিল সেইদিন, যেদিন পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের সব রক্তচক্ষু, আইনের বেড়াজাল শিথিল ও ম্লান হয়ে যায় জার্মানবাসীর মহামিলনে।

সরাফ আহমেদ
প্রথম আলোর জার্মানি প্রতিনিধি

গাজার এক শিশুর শেষ ইচ্ছা

আসেম আলনাবিহ

যখন ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বাড়িতে বোমাবর্ষণ করে ওদের হত্যা করে, তখন রাশার বয়স ছিল ১০ বছর। ওর ভাই আহমেদের ১১।

১০ বছর বয়সী বাচ্চার হইহুল্লোড় করে পাড়া মাথায় তোলার কথা। সে কেন শেষ ইচ্ছার কথা লিখে যাবে?

একটা খাতার রুলটানা কাগজে নিজের শেষ ইচ্ছা লিখে গেছে মৃত্যুর আগে ১০ বছর বয়সী রাশা: 'আমার ইচ্ছা, আমি যদি শহীদ হই বা মারা যাই, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। তোমরা কাঁদলে আমার কষ্ট হয়। যারা অভাবী, তাদের আমার জামাকাপড়গুলো দিয়ে দিয়ো। খেলনাগুলো ভাগ করে দিয়ো রাহাফ, সারা, জুডি, লানা আর বাতুলের মধ্যে। পুঁতির মালাগুলো দিয়ো আহমদ আর রাহাফকে। আমাকে প্রতি মাসে পকেট খরচ দিতে ৫০ শেকেল করে। সেটা রাহাফকে ২৫ আর আহমেদকে ২৫ করে ভাগ করে দিয়ো। রাহাফকে দিয়ো আমার গল্পের বইগুলো। আর তোমাদের অনুরোধ করি, আমার ভাই আহমেদকে তোমরা বকা দিয়ো না। এই ইচ্ছাগুলো তোমরা রেখো।'

আমার ১০ বছর বয়সী ভাতিজি রাশা যে মৃত্যুর আগে একটা উইল লিখে রেখে গেছে, এ কথা আমরা কেউ জানতাম না। এ কথা জানানোর সুযোগও সে পায়নি।

রাশাকে আমরা দাফন করি একই কবরে ওর ভাই ১১ বছর বয়সী আহমেদের সঙ্গে। বোমার আঘাতে আহমেদের মুখের অর্ধেকটাই উড়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে বিমান হামলা হয়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। ধ্বংস হওয়া ভবনগুলোর সামনে দাঁড়ালে মনে পড়ে, ছোট বাচ্চাদের প্রাণহীন লাশের দিকে মা-বাবার ছুটে যাওয়ার কথা। সে যে কী ভয়াবহ আচ্ছন্ন করে ফেলা এক আতঙ্ক! সে কথা কী করে ভোলা যায়?

কয়েক মাস আগে, গত ১০ জুন, রাশাদদের ভবনটিতে আরেকবার বোমাবর্ষণ হয়েছিল। ইসরায়েল সেদিন দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ফেলেছিল। পুরো পরিবারকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনা গিয়েছিল। সামান্য চোট ছাড়া তেমন আর কিছু হয়নি। বের হয়ে এসে ওরা ঠাট্টা করে বলছিল, পরিবারে দুটি বাচ্চা আছে, জনপ্রতি একটা করে বোমা ছুড়েছে ওরা।

আহমেদ ও রাশা সারা রাত কাফনের কাপড় পরে ঠান্ডা হাসপাতালের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে ছিল। পরের দিন সকালে আমরা ওদের একই কবরে পাশাপাশি শুইয়ে রেখে আসি। চিরকালের জন্য।

সেবার রাশা আর আহমেদ বেঁচে গিয়েছিল। আরও কয়েক মাস যুদ্ধ, ভয় এবং ক্ষুধায় বেঁচে থাকবে বলেই হয়তো। রাশা তার উইলে বলেছিল, কেউ যেন তার বড় ভাই আহমেদকে বকা না দেয়। আহমেদ যেমন দুষ্টু, তেমন মেধাবী। রাশা জানত না যে ওর ভাই আরেক বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। তাই সে তার ২৫ শেকেলের উত্তরাধিকারী করে গেছে ভাইকে।

রাশা আর আহমেদের জন্ম এক বছরের ব্যবধানে। তাদের বড় হওয়ার কথা ছিল একসঙ্গে। হয়তো মায়ের মতো পিএইচডি করত। কিন্তু ওরা ভয়, ক্ষুধা আর আতঙ্কের জীবন একসঙ্গে কাটিয়ে মারাও গেছে একসঙ্গে।

হয়তো এই জগতের সমান্তরাল অন্য কোনো জগৎ আছে। সে জগতে হয়তো শিশুদের হত্যা করা ক্ষমার অযোগ্য যুদ্ধাপরাধ। আমাদের পৃথিবীতে রাশা আর আহমেদকে হত্যা করলে কেউ শাস্তি দেয় না।

ইসরায়েল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ১৬ হাজার ৭০০-এর বেশি শিশুকে হত্যা করেছে। অন্তত ১৭ হাজার শিশু তাদের মা-বাবাকে হারিয়েছে। আমি এই লেখায় শুধু একটি ঘটনার কথা বললাম। এই ঘটনার বেদনাকে যদি ১৬ হাজার ৭০০ গুণ বাড়াতে পারতাম, তবু কি পাঠককে বোঝানো যেত গাজার কষ্টের আর দুঃখের তীব্রতা?

> 'আমার ইচ্ছা, আমি যদি শহীদ হই বা মারা যাই, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। তোমরা কাঁদলে আমার কষ্ট হয়। যারা অভাবী, তাদের আমার জামাকাপড়গুলো দিয়ে দিয়ো। খেলনাগুলো ভাগ করে দিয়ো রাহাফ, সারা, জুডি, লানা আর বাতুলের মধ্যে। পুঁতির মালাগুলো দিয়ো আহমদ আর রাহাফকে। আমাকে প্রতি মাসে পকেট খরচ দিতে ৫০ শেকেল করে। সেটা রাহাফকে ২৫ আর আহমেদকে ২৫ করে ভাগ করে দিয়ো। রাহাফকে দিয়ো আমার গল্পের বইগুলো। আর তোমাদের অনুরোধ করি, আমার ভাই আহমেদকে তোমরা বকা দিয়ো না। এই ইচ্ছাগুলো তোমরা রেখো।'

রাশা যখন তার শেষ ইচ্ছা লিখছিল, কী চলছিল ওর মনে? চারপাশের মানুষগুলো নিহত হচ্ছে, এসব তো সে প্রতিদিনই দেখত। রাশা নিজেও কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল? আহা! একটা ১০ বছরের শিশু নিশ্চিত মৃত্যু জেনে উইল লিখে যাচ্ছে!

গাজার জনসংখ্যা ২৩ লাখ। এর অর্ধেক ১৮ বছরের কম বয়সী। এবার ভাবুন তো, গাজার আরও কত শিশু রাশার মতো মৃত্যু নিয়ে এমন চিন্তাভাবনা করছে? রাশার শেষ ইচ্ছা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কী জানি এ রকম আরও কত উইল ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে গেছে।

এই লেখাটা লিখতে লিখতে অবাক হয়ে ভাবছি, এই অন্ধকারে কোন ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কে জানে, গাজার কোথায় কোন শিশু তার শেষ ইচ্ছা লিখে রাখছে।

আহমেদ ও রাশা সারা রাত কাফনের কাপড় পরে ঠান্ডা হাসপাতালের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে ছিল। পরের দিন সকালে আমরা ওদের একই কবরে পাশাপাশি শুইয়ে রেখে আসি। চিরকালের জন্য।

১৬ হাজার ৭০০ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। এই পৃথিবীতে কেউ কি কাঁদছে ওদের জন্য? সেই কান্নার শব্দ শুনতে পাই না কেন?

আসেম আলনাবিহ গাজার একজন পিএইচডি গবেষক। আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য রক্ত দিলেন সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: মানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এলেন দৈনিক 'আপনজন' পত্রিকার সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র দাশ। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক এ রক্তদান করলেন। মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র দাশ। রক্ত পেয়ে স্বস্তিঃ ফেরে মৃতপ্রায় মুমূর্ষু রোগীর পরিবারের লোকজনদের। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের দুমকিপূর্ব পাড়ার বধু যমুনা সরদার। গত প্রায় ১০ দিন আগে আচমকা ব্রেনস্ট্রোক হয় ওই বধুর। পরিবারের লোকজন ওই বধুকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা সিসিইউতে স্থানান্তরিত করেন। কোমায় চলে যায় বধু। পরবর্তীতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগের চিকিৎসকদের তৎপরতায় বধু সুস্থ হতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রয়োজন হয় রক্তের। ক্যানিং মহকুমা ব্লাড ব্যাংকে রক্ত না মেলায় মহা ফাঁপরে পড়ে বধুর পরিবারের লোকজন। রক্ত দিতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। হতাশ হয়ে পড়েন বধুর পরিবারের লোকজন। এমন ঘটনার খবর জানতে পেরে মুমূর্ষ রোগীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন 'আপনজন' পত্রিকার সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র দাশ। শনিবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হয়ে মুমূর্ষ রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় রক্তদান করেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বধুর পরিবারের লোকজন। বধুর এক আত্মীয় বাসন্তী সরদার জানিয়েছেন, 'প্রথম দিকে এক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন ছিল। অনেক কষ্টে কলকাতা থেকে জোগাড় করেছিলাম। পরবর্তীতে আরো এক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন। কোথাও রক্ত পাওয়া যায়নি। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র দাশ ঘটনার কথা জানতে পেরে রক্তদান করেন। যমুনা সরদারের প্রাণ বাঁচান। সাংবাদিক কে অসংখ্য ধন্যবাদ। ' মুমূর্ষ রোগীর পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র দাশ জানিয়েছেন, 'সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ রয়েছে। সেই দায়িত্বোধ পালন করার জন্য মৃতপ্রায় মুমূর্ষ রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে রক্তদান করেছি। আগামীতেও ফের প্রয়োজনে মানুষের পাশে থাকবে।

কাজী অফিসের সূচনায় পীরজাদা রুহুল আমীন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: পূর্ব মেদনাপুর জেলার ভবানীপুর থানার একমাত্র কাজী আলহাজ্ব মাওলানা মহঃ ইব্রাহিম আলিয়াভি।। এর উদ্বোধন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলার বাগনান থেকে আগত ক্বারী আনসার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতাপপুর দরবার শরীফ থেকে সৈয়দ রুহুল আমিন (ভাইজান)। উপস্থিত ছিলেন কুলপি থানার মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এন্ড কাজী আব্দুল গাফফার সাহেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল থানার কাজী আব্দুল আলীম, সুতাহাটা থানার কাজী জনাব হেদায়েতুল্লাহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার থানার নন্দনকানন স্কুলের পরিচালক আব্দুল আলিম মোল্লা, সমাজসেবী আনসার আলী, আলহাজ্ব মাজেদ প্রমুখ। দুপুরের আহার থেকে বিকেলের টিফিনের মধ্যে দিয়ে মাগরিব বাদ দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পুলিশ প্রশাসন সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে সেই বার্তা নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাগর পাড়া থানা,এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ,রাজ্য ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের নেতৃত্ব নিজামুদ্দিন বিশ্বাস ও আব্দুর রাজ্জাক, জলঙ্গী বিডিও সুব্রত মল্লিক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,সাগর পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বৈশাখী সরকার,সহ ডোমকল সিআই,সাগর পাড়া থানার ওসি সহ বিশিষ্ট জনেরা, এদিনের আলোচনা সভায় বিশেষ করে অপরাধ মূলক কাজ কর্মের বিষয়ে আলোচনা করেন পাশাপশি পুলিশ প্রশাসন সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে সেই বিষয়ে বেশি আলোচনা করা হয়। এদিনের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, আমাদের রাজ্যে আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করি। সেখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। এই ভাবেই সম্প্রীতির বার্তা দেন তারা।

ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাবের ১০ হাজার টাকা ঢুকে যাচ্ছে স্কুলের ক্লার্কের অ্যাকাউন্টে!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে স্বপ্নের' প্রকল্পে ট্যাব দেওয়া জন্য যে ১০ হাজার করে টাকা দেয় পড়ুয়াদের। কিন্তু সেই টাকা পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে চলে যাচ্ছে 'বিদ্যালয়ের এক ক্লাকের অ্যাকাউন্টে।এমনই ঘটনা ঘটেছে হবিবপুর থানার অন্তর্গত কেন্দপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় তরফ থেকে এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। এ নিয়ে হইচই পড়ল জেলা জুরে।হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগের পরেই হবিবপুর থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে । অন্য কোন অ্যাকাউন্টের টাকা কীভাবে অন্য অ্যাকাউন্টে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানিয়েছে।মালদহে অন্তত দেড়শো পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা জমা পড়েছে অন্য একাউন্টে। ১৫ লক্ষ টাকারও বেশি কার্যত উধাও। প্রশ্নের মুখে একাধিক স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য মাথাপিছু সরকারের বরাদ্দ ১০ হাজার টাকা। অথচ, এই টাকা প্রকৃত পড়ুয়াদের একাউন্টে না ঢুকে চলে যাচ্ছে কার্যত ভুতুড়ে একাউন্টে। মালদহে অন্তত তিনটি স্কুলের ক্ষেত্রে এমন বড়সড়ো অনিয়ম দেখা গিয়েছে । দেখা যাচ্ছে, তালিকায় ছাত্রদের নাম ঠিক রয়েছে, কিন্তু অ্যাকাউন্ট নাম্বার বদলে গিয়েছে। ফলে প্রকৃত প্রাপক পড়ুয়াদের একাউন্টের বদলে টাকা চলে গিয়েছে অন্য অ্যাকাউন্টে। মালদহে ট্যাবের টাকা গায়েবের সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হবিবপুরের কেন্দপুকুর হাইস্কুলে। এখানে ৯১ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর রহস্যজনকভাবে বদলে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হবিবপুর থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। লিখিত অভিযোগে স্কুলের এক কর্মী এই ডাটা এন্ট্রির কাজ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

অভিযোগ, পেয়ে আজ ওই স্কুলে তদন্তে পৌঁছয় হবিবপুর থানার পুলিশ। এই নিয়ে মালদহ জেলা শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্ত পড়ুয়া ঠিকঠাক টাকা পেয়েছে কিনা তা লিখিত আকারে জানাতে বলা হয়।অন্য দিকে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলে ৩৪ জন ছাত্রের টাকা গায়েব।

স্কুলের তৈরি তালিকাতেই ছাত্রদের নামের পাশে রয়েছে ভুল অ্যাকাউন্ট নাম্বার। শনিবার গরমিলের কথা স্বীকার করেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। একইভাবে মালদহের গাজোলের চাকনগর পঞ্চায়েতের ডোবাখোকশান বৈরডাঙী ক্ষান্তরানী হাইস্কুলে আরও ১৮ জন ছাত্রের টাকা উধাও। চলে গিয়েছে অন্য একাউন্টে। ওই দু'টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে পুলিশে অভিযোগ জানানোর নির্দেশ দিয়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তর। ছাত্রদের ট্যাবের টাকার গরমিল রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মালদহের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস।

মানবতার ফেরিওয়ালার স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফলতা

আপনজন: মানবতার ফেরিওয়ালা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শনিবার সকাল থেকে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফরতায়। প্রায় ১৫০ রোগী পরিষেবা পাই। উপস্থিত ছিলেন মল্লিকপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আলতাব হোসেন, সারু বাওয়ালী, আক্কাশ সেখ, মোর্তজা হাসান, আজিজুল সেখ, সাইফুল্লা প্রমুখ। মানবতার ফেরিওয়ালা ফাউন্ডেশন একটি সমাজ সেবামূলক সংগঠন। তারা ফ্রী কোচিং, প্রত্যেক মাসে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প, বেকার যারা আছে তাদেরকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া এবং বন্যায় মানুষকে ত্রাণ দেওয়া প্রভৃদি পরিষবা দেয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাকের ধাক্কায় দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় পথ দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ ওই দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন, শুভজিৎ সরকার (২৫) এবং সন্দীপ ঘোষ (৩০) । তাঁরা পেট্রাপোলের কালিয়ানি এলাকার বাসিন্দা । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, জয়পুর কালীবাড়ি মোড়ে এদিন গভীর রাতে ওই দুই যুবক একটি মোটর সাইকেলে ছিলেন । এসময়ে পেট্রাপোল সীমান্তগামী ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে তাদের মৃত্যু হয় । বনগাঁ থানার পুলিশ দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় । অন্যজনকেও চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

নাবাবিয়ায় ঈদ-এ মিলাদুন নবী ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

I ♥ NABABIA MISSION

NABABIA MISSION
নাবাবিয়া মিশন
Bio with SN Sir
Nov 08, 2024, 15:16

আপনজন: ডিভিসির জল ছাড়ায় যেকটি জেলা প্লাবিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল হুগলি।ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয় খানাকুলের মাইনানে অবস্থিত নাবাবিয়া মিশন চত্বরও। এ বিষয়ে নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার জানান, বন্যা পরিস্থিতির কারণে পূর্ব নির্ধারিত ঈদ-এ মিলাদুন নবী অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয় নাবাবিয়া কর্তৃপক্ষকে। সেই অনুষ্ঠান অবশেষে অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। তবে, এদিন প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় কেরিয়ার কাউন্সেলিং সংক্রান্ত সেমিনার। আর দ্বিতীয় পর্বে হয় ঈদ-এ মিলাদুন নবী। বিকালে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পেশা ভিত্তিক কোর্সের প্রশিক্ষণ পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে জীবনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। নাবাবিয়া মিশনের এক শিশু পড়ুয়ার নাত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রারম্ভিক ভাষণে নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার বলেন, এই মিশন থেকে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত সংখ্যালঘু সমাজকে প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে প্রতিনিধিত্ব থাকা জরুরি। তাই নাবাবিয়া মিশন চায়, তাদের ছাত্রছাত্রীরা ডব্লুবিসিএস, আইএএস হয়ে উঠুক। তিনি এ ব্যাপারে মিশনের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা জানান। মিশনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সমাজসেবী মোস্তাক হোসেনের অপার সাহায্য ও সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন। সেমিনারে নাবাবিয়া মিশনের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন 'আপনজন' পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক। যেসব ছাত্রছাত্রী লন্ডন, আমেরিকা গিয়ে উচ্চশিক্ষার পাঠ নিতে চায় তার জন্য কীভাবে এগোতে হবে, কোন কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে, পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি পাওয়া যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে বর্ণনা করেন তিনি। সেমিনারে অপর বক্তা ডব্লুবিসিএস (রেভিনিউ) অফিসার হাসিবুর রহমান প্রশাসনিক আধিকারিক হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। হাসিবুর বলেন, ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় নবম দশম শ্রেণির সিলেবাস থেকেও বহু প্রশ্ন আসে। তাই মাধ্যমিকের বুনিয়াদ শক্ত হলে ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় তার সুফল মেলে। তিনি আরও বলেন, যেকোনও শাখায় স্নাতক হলেই ডব্লুবিসিএস পরীক্ষায় বসা যায়। তাই সাধারণ মানের পড়ুয়াদের সে সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় সন্ধ্যার পর, যা ছিল ঈদ-এ মিলাদুন নবীর মূল অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নাত, ক্বেরাত, বক্তব্য প্রতিযোগিতা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর আল্লামা ইউনুস সিদ্দিকী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী সৈয়দ আলী রেজা, সমাজসেবী মোহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা আব্দুল করিম, মাওলানা শফিক মুন্সী, মাওলানা কামরুজ্জামান, মাওলানা সাকিবুর রহমান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিজেপি মানুষকে ধর্মের সুড়সুড়ি দেয়: সুজিত

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: বিধানসভায় একজনকে দেখেছি টিমটিম করে জলে, কখনো তিনি বিজেপির সঙ্গে আবার কখনো এদিকে ওদিকে। আমি বলি যে বিজেপির দিকে গিয়েছে সে ভোকাট্টা হয়ে গিয়েছে। উপনির্বাচনের প্রচারে এসে হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিউল ইসলামের প্রচারে আইএসএফের বিধায়ক সিদ্দিকিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন। । শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ গোপালপুর ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় একটি জনসভার আয়োজন করা হয় আমতা হাই স্কুল ময়দানে।

এদিনের এই জনসভার বক্তব্য দিতে আসেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস, বসিরহাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাট সাংগঠনিক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমিকরায় অধিকারী, হাড়োয়া ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শফিক আহমেদ মাদার, ছিলেন গোপালপুর টু অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রধান প্রতিনিধি বাগবুল কালাম মুন্সি সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। জনসভায় মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়, বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বিশাল মিছিল করে জনসভায় উপস্থিত হন। উপচে পড়া ভিড়ে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস বলেন, এই এলাকা থেকে আপনাদেরকে ১১ হাজার ভোটের মধ্যে দশ হাজারের বেশি ভোট দিয়ে হাজী নুরুল ইসলামের সন্তান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহের প্রার্থী রবিউল ইসলামকে জেতাতে হবে। বিরোধীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি শুধু মানুষকে ধর্মের সুড়সুড়ি দেয়, তাদের কাজ নেই মানুষের জন্য কাজ করে না। পাশাপাশি আইএসএফকে আক্রমণ করে বলেন, এখানে শুনছি আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে আবার সিপিএমের সঙ্গে জোট করে, বিধানসভায় টিমটিম করে জলে, কখনো তিনি বিজেপির সঙ্গে আবার কখনো বিভিন্ন দলের সঙ্গে। সিপিএমকে কি বলবো যাদের কোন লড়াই করার মন-মানসিকতা নেই তার আবার অনেক কিছুই ভাবে। যদি লড়াই করতে হয় সামনাসামনি লড়াই করুন।

রবিউলের জন্য পারখড়িবাড়িতে তৃণমূলের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম এর সমর্থনে সভা হলো পারখড়িবাড়িতে। বারাসাত দুই ব্লক এর অন্তর্গত কীর্তিপুর দুই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পারখড়িবাড়ির খড়িবেড়িয়া প্রাইমারি স্কুলের মাঠে এই নির্বাচনী সভা হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারাসাত দুই ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি ইফতিকারউদ্দিন বলেন যেভাবে মানুষজনের সাড়া পাচ্ছি তাতে তৃণমূল প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। মার্জিন বাড়ানোটায় আমাদের লক্ষ্য। কীর্তিপুর ২ অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন আলি বলেন, মানুষ মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দেখে তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলামকে ভোট দেবেন। কীর্তিপুর ২ অঞ্চল থেকে আমরা কয়েক হাজার ভোট লিড দেবো বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিনের সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার উপপৌরপ্রধান প্রকাশ রাহা, হাজি দীন মোহাম্মদ, কাশেম আলী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

ফের ভোট বয়কটের ডাক তালডাংরায়

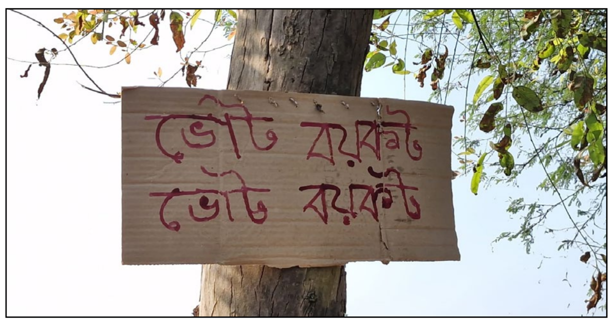

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের ভোট বয়কটের ডাক তালডাংরা বিধানসভা এলাকায়। এবার সিমলাপাল ব্লকের লক্ষ্মীসাগর পঞ্চায়েতের আড়াবাড়ি গ্রামের ভোটারগণ ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। গ্রামে পড়েছে পোস্টার। রাস্তা সহ পানীয় জলের দাবিতে ক্ষোভ বাসিন্দাদের। গ্রামের উন্নয়নের দাবি নিয়েই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। ভোট আসে, ভোট যায়, গ্রামে আসেন নেতা নেত্রীরা, মেলে প্রতিশ্রুতি! কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাকা রাস্তা নেই গ্রামে।

তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচন দোরগোড়ায়। এই আবহে ভোট বয়কটের ডাকে অস্বস্তিতে প্রশাসন। বাসিন্দারা জানান, পাশের পুখুরিয়া গ্রামে প্রাথমিক স্কুল, আইসিডিএস কেন্দ্র সারেষবাঁকড়া গ্রামে, ভোট দিতে যেতে ২ কিমি দুরে ললতিধরা গ্রামে। কিন্তু কাঁচা বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বাসিন্দাদের । এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের দাবি পূরণ না হলে আসন্ন তালডাংরা বিধানসভা উপনির্বাচনে তাঁরা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা তৈরির দাবি স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও সুরাহা হয়নি।নেই বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগও ।

সদ্যোজাতকে মেরে ফেলার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

নকিবউদ্দিন গাজী ● মন্দিরবাজার

আপনজন: কন্যা সন্তান হওয়াতে সদ্যোজাত শিশুকে পুঁতে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার থানার চাঁদপুর ধোপাহাট এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে চাঁদপুর ধোপারহাট এলাকায় এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সদ্যোজাত শিশু কন্যার জন্ম দেন। শিশুকন্যা জন্ম দেওয়াতে তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলে। এই ঘটনার খবর চাউর হলে মন্দির বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে নাইয়ারহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানান।

মুসলমানরা ওয়াকফ সম্পত্তির আমানতদার: সা'দাতুল্লাহ হুসাইনি

jamaatwb@gmail.com
jihwb
AMAAT-E-ISLAMI HIND, WEST
TEST AGAINST WAQF AMENDMEN
CONVENTI
WEST BENGAL

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ বাতিলের দাবিতে জামাআতে ইসলামী হিন্দের আহ্বানে শনিবার ৯ নভেম্বর কলকাতা নিউমার্কেট ও পুরসভা সংলগ্ন এলাকায় এক সমাবেশ হয়ে গেল। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। বক্তব্য রাখেন জামাআতে ইসলামীর সর্বভারতীয় সভাপতি সাইয়েদ সা'দাতুল্লাহ হুসাইনি, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মালিক মুহতাসিম খান, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রফিক, রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান, রাজ্য সম্পাদক শাদাব মাসুম, আব্দুল আজীজ, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্য মাওলানা আবু তালেব রহমানি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কলকাতার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আশরাফ আলি কাশেমি, জমিয়তে আহলে হাদীসের মাওলানা মারুফ সাহেব, সারা বাংলা সংখ্যালঘু ফেডারেশনের মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, মহম্মদ আসলাম, বন্দি মুক্তি কমিটির ছোটন দাস, জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামীর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মুহাম্মদ নূরুদ্দিন শাহ, রাজ্য সম্পাদক মাওলানা তাহেরুল হক সাহেব । আমীরে জামাআত সাইয়েদ সা'দাতুল্লাহ হোসায়েনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের এই সমাবেশ কলকাতা থেকে দিল্লিকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের বার্তা দিল। ওয়াকফ এক দ্বীনি ও মাযহাবী মসলা। ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক আল্লাহ। মুসলমানরা এই সম্পত্তির আমানতদার ও খিদমতগার মাত্র। এই বিল দেশ বিরোধী, সংবিধান বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী। সংখ্যালঘুদের সবরকম অধিকার দিয়েছে সংবিধানের ২৬ ধারায়।

লিগ্যাল সার্ভিস দিবস পালন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শনিবার ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস দিবস পালন করা হল বোলপুরের শৈলবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিকের নির্দেশে এই দিনটিকে পালন করা হয় জেলা জুড়ে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন ও আইনী সহায়তা, রাস্তাঘাটে মেয়েরা কোনো বিপদে পড়লে তড়িঘড়ি কিভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখবে, পুলিশি সাহায্য কিভাবে নেবে, পরিবার হিংসা আইন সহ যে কোনো মানুষ যে কোনো সমস্যায় পড়লে কি ভাবে জেলা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের তরফে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা পাবেন সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আইনি সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, আইনের ছাত্রী মুসকান খাতুন।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: বাঙালি মুসলমান: অতীত থেকে বর্তমানের এক অনন্য জাতিসত্তা
- নিবন্ধ: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস ও পটভূমি
- অণুগল্প: বিচ্ছেদ
- ছোট গল্প: ঘোড়া রোগ
- ছড়া-ছড়ি: কৌতূহলী

বাঙালি মুসলমান

অতীত থেকে বর্তমানের এক অনন্য জাতিসত্তা

সাধারণভাবে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ঘরানায় ইসলাম পালন করে, যাহা কঠোরভাবে বা উদারভাবে কোনটাই নয়। ধর্ম বাঙালি মুসলিম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কিন্তু সমাজের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। এই বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশিরভাগই কৃষক এবং তাদের জীবিকা প্রধানত কৃষিকাজ। তারা জমিদার হিসাবে নয় রায়ত হিসাবে স্বল্প জমির অধিকারী ক্ষুদ্র কৃষক। তাদের বাঙালি সত্তা নিয়ে লিখেছেন বীরভূম জেলার নলহাটির ক্যারিয়ার পয়েন্ট গুরুকুল স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী **আসমা তাহরিন**।

বর্তমান বিশ্বে বিপুল সংখ্যক মুসলমান, প্রায় ১৭.৩৭ কোটি মুসলিম মানুষ তাদের মাতৃভাষা হিসাবে বাংলায় কথা বলে। এটি বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার 17% এরও বেশি। এই মুসলিম জনসংখ্যা প্রধানত বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের কাছাকাছি ভারতের কিছু পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বসবাস করে। এই মুসলিম জনসংখ্যার বিন্যাস এমন যে বাংলাদেশে ১৩.৬ কোটি মুসলিম বাস করে (বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯১%), পশ্চিমবঙ্গ ২.৪৭ কোটি মুসলিম (পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭.০১%), আসামে ৯০ লক্ষ মুসলিম, (আসামের মোট জনসংখ্যার ৩৪.২২%) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাভাষী ভারতের ঝাড়খণ্ড এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে (২০১১ জনগননা অনুযায়ী)। সাধারণভাবে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ঘরানায় ইসলাম পালন করে, যাহা কঠোরভাবে বা উদারভাবে কোনটাই নয়। ধর্ম বাঙালি মুসলিম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিন্তু সমাজের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়।

এই বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশিরভাগই কৃষক এবং তাদের জীবিকা প্রধানত কৃষিকাজ। তারা জমিদার হিসাবে নয় রায়ত হিসাবে স্বল্প জমির অধিকারী ক্ষুদ্র কৃষক। তারা সাধারণত নাপিত, কামার, কুমোর, জেলে, ধোপা, মুচি, তেলী, তাঁতি ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে তাদের জমির কাছাকাছি বাংলার গ্রামীণ অংশে বসবাস করত।

তারা ভারত উপমহাদেশের উচ্চবর্ণের হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মতো অগ্রসর নয়। কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যবিধি, নৈতিক মনোভাব, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের মতোই। তারা অত্যান্ত সহানুভূতিশীল, সহনশীল, পরিশ্রমী, সামান্য ঘরোয়া সুযোগ-সুবিধা এবং পার্থিব সম্পদের অধিকারী সম্পন্ন মানুষজন।

বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস তাদের মধ্যে প্রচলিত; তারা তাদের খাদ্য তালিকায় ভাত, মাছ, শাকসবজি ইত্যাদি গ্রহণ করে। পোশাক হিসেবে পুরুষদের পরনে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, পায়জামা ইত্যাদি এবং মহিলাদের পরনে শাড়ির প্রচলন। সাধারণভাবে মহিলারা কোন হিজাব/বোরখা ব্যবহার করে না।

এখন ইতিহাসের এক বিরাট রহস্য যে, এক হাজার বছর আগে বাংলায় ইসলামের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না কিন্তু বর্তমান সময়ে বিপুল সংখ্যক বাঙালি ইসলামের ছাদের তলায় এসেছে। কেন ভারত উপমহাদেশের এই বিচ্ছিন্ন অংশটি মূল ইসলামী ভূমি থেকে অনেক দূরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল? মুসলিম শাসনকাল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরুতে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যার কোনো ঐতিহাসিক তথ্য ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক পরিচালিত আদমশুমারির মাধ্যমে এটি প্রথম প্রকাশ পায় যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি জনসংখ্যা মুসলমান।

ইসলাম ধর্মে বাঙালিদের গণধর্মান্তর নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদরা বাংলায় ইসলামী শাসনের স্বর্ণালী সময়কে ম্লান করতে এবং বাংলার মুসলিম শাসককে ক্ষুদ্র করে দেখানোর জন্য-বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তকরনের মতবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন; এবং পক্ষান্তরে তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনকে হিন্দু সমাজের জন্য কল্যাণকর দেখানোর জন্য এই মতবাদ কে তুলে ধরা হয়েছিল । এবং তাদের ধারা অনুসরণ করে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা তাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে বাংলায় মুসলমানদের অভিবাসনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

বাংলার জনসংখ্যা কখন এবং কীভাবে ইসলামের ছাদের নিচে এসেছিল তা নিশ্চিত করা না গেলেও বাংলায় মুসলমানদের ধর্মান্তরিতকরণের প্রকৃত কারণ নির্ধারণের জন্য কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিতে একটি সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

বেঙ্গল ডেল্টা হল নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির নিচু সমতল ভূমি যেখানে এই ব-দ্বীপের মধ্য দিয়ে দুটি মহান নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই এলাকা কৃষির জন্য উর্বর; এবং প্রাচীনকাল থেকেই সারা বাংলায় যাতায়াত ও যোগাযোগ সহজ ছিল। প্রায় ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইন্দো-আর্য আগমনের আগে অনেক অনার্য উপজাতি সেখানে প্রচুর সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করতো। তারা বেশিরভাগই অস্ট্রাল, মুন্ডা, মঙ্গোলয়েড এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মিশ্র উপজাতি; এবং তাদের ভাষা, প্রথা, ধর্ম, সামাজিক সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে খুব গর্বিত জাতি ছিল।

এই ইন্দো-আর্য আক্রমণকারীরা বাংলার জনগণের আর্যকরণের মিশন নিয়ে বাংলা বদ্বীপে এসেছিল; কিন্তু এলাকার মানুষের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের কারণে ব্যর্থ হয়। যদিও এই নবাগত আর্যরা তাদের মিশন পূরণের জন্য আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রথার সংস্কার/পরিবর্তন করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার জনগণের কাছে তাদের বর্ণ ব্যবস্থা/সামাজিক শ্রেণী ব্যবস্থা বাঙালীকে আকৃষ্ঠ করতে ব্যর্থ হয়। ভারতে বৌদ্ধ আন্দোলন শুরুর আগে এই ইন্দো-আর্য গোষ্ঠী বাংলার বিভিন্ন উপজাতির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এবং ইন্দো-আর্য নবাগতদের অনমনীয় মনোভাব বাংলায় বৌদ্ধধর্মের মসৃণ বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী কারণে পরিণত হয়েছিল। মৌর্য রাজবংশের সময় (322 B.C.E থেকে 185 B.C.E), বাংলা বৌদ্ধধর্মকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় যেহেতু বৌদ্ধধর্ম তৎকালীন বঙ্গীয় জনগণের মানসিকতা অনুসারে নিজেকে সংস্কার/পুনর্বিন্যাস করেছিল। যদিও ব্রাহ্মণ সমাজ স্বল্প সংখ্যক ধর্মান্তরিত বৈদিক জনগণের সাথে বাংলার মূলধারা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের গোঁড়ামি রক্ষা করে, তবুও বাঙালি জনগণকে তাদের রীতি ও প্রথা অনুযায়ী বাংলা শাসনের জন্য ধর্মান্তরিত করার জন্য উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। গুপ্ত রাজবংশের সময় (300 C.E থেকে 530 C.E), বৈদিক ধর্ম ভারতে হিন্দু সনাতনী হিসাবে বিভিন্ন চেহেরা নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে শশাঙ্কের রাজত্বকালে, বাংলার এই ব্রাহ্মণ সমাজের জন্য তাদের লক্ষ্য পূরণের প্রথম সুযোগ আসে এবং শশাঙ্ক ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং বাংলার বৌদ্ধদের দমন করেছিলেন যা বাংলার জনগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত (পরিবর্তিত সংস্কৃত ভাষা) থেকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাষা আকারে রূপ লাভ কারে, যা বাংলার জনগণ লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে স্বাগত জানায়।

বাংলায় পাল রাজবংশের (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৬১ খ্রিস্টাব্দ) সময় বৌদ্ধধর্ম আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। এটি ছিল বাংলার স্বর্ণালী যুগ। এই সময় বাংলা স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধশালী হয়; এবং কলা ও স্থাপত্যের অগ্রগতি এই সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল। পাল রাজবংশের রাজারা সব দিক থেকে উদারপন্থী ছিলেন; তারা সকল ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি সহনশীল ছিল। প্রকৃত অর্থে এই সময়ে বাংলা একটি স্বাধীন ভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়; এই সময়ে রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম লিখিত গ্রন্থ ‘চর্যাপদ’। বৌদ্ধ পণ্ডিতরা ভারতের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলির সমস্ত তরুণ পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করেছিলেন। পাল রাজবংশের পতনের পর, সেন রাজবংশ একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ বাংলায় ক্ষমতায় আসে। এটা অভিযোগ করা হয় যে তারা ছিল অতি-রক্ষণশীল সনাতন হিন্দু যারা অন্য ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করেছিল; এবং ধর্ম ও বর্ণ দ্বারা মানুষকে বিভক্ত করে বাংলায় একটি শক্তিশালী বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠা করে। তারা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার করে যার ফলে বাংলায় ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। তারা পূর্ববর্তী যুগের সকল মূল্যবান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে বলে এমনও অভিযোগ রয়েছে, তারা সকল ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্মৃতিসৌধ, স্থাপত্য এমনকি বৌদ্ধ পন্ডিতদের লেখাও ধ্বংস করেছে বলে কথিত আছে। তারা হিন্দু সমাজকে দুটি শ্রেণীতে পুনর্বিন্যস্ত করেছে - উচ্চ বর্ণ এবং নিম্ন বর্ণ; এমনকি তারা ব্রাহ্মণকে বিভিন্ন স্তরে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। দেখা যায় বাংলায় তাদের শাসনকালে বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিত- শিল্পী, স্থপতি, লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর, বক্তারা তাদের প্রতিভা এবং দক্ষতা নিয়ে বাংলা থেকে পালিয়ে যান এবং বাংলায় একটি বড় শিক্ষাগত শূন্যতা তৈরি হয়। এমনকি সমস্ত ঐতিহ্যপূর্ণ রচনাবলী হয় ধ্বংস হয়ে গেছে বা বৌদ্ধ পণ্ডিতরা প্রতিবেশী দেশে নিয়ে চলে গেছে।

মুসলিম সুলতান/রাজার শাসনে আসার অনেক আগে থেকেই বাংলা মুসলমানদের কাছে পরিচিত ছিল। এমন প্রমাণ রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় মুসলিম শাসনের আগে অনেক মুসলমান বাংলায় বসবাস করতেন, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি নামে একজন তুর্কী জেনারেল সমগ্র বাংলাকে মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির এই উদ্দেশ্যে মাত্র আঠারোজন ঘোড়সওয়ারের প্রয়োজন ছিল বলে একটি বিতর্কিত কাহিনী রয়েছে। এটি হতে পারে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের এটি একটি সরলীকৃত সংস্করণ, যা খুব বেশি প্রতিরোধ ছাড়াই বাংলা জয় হয়েছিল। এটি একটি ইঙ্গিত হতে পারে যে বাংলার স্থানীয় জনগণ বাংলায় মুসলিম বাহিনীর আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছে। যেহেতু বৌদ্ধরা, সেন রাজবংশের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, তারা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজিকে তার বাংলা অভিযানের সময় সাহায্য করতে পারে। অনেক বৌদ্ধ এই মুসলমানদের আক্রমণকে ব্রাহ্মণ্য নিপীড়ন থেকে মুক্তি হিসাবে দেখতে পারে।

খিলজি কর্তৃক বাংলা জয়ের পর, বাংলা স্বাধীনভাবে সুলতান দ্বারা বা দিল্লির গভর্নর দ্বারা 1204 C.E থেকে 1352 C.E যুগে শাসিত হয়েছিল; তারা ইসলামের সুন্নি মাজহাবের অন্তর্গত তুর্কি মুসলমান। ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাংলার প্রথম স্বাধীন একমাত্র শাসক হন এবং বাংলায় ইলিয়াস শাহ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহ রাজবংশ ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়; রাজা গণেশ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ক্ষমতায় আসেন, রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ ইসলামে ধর্মান্তরিত হন এবং বাংলার প্রথম ধর্মান্তরিত মুসলিম শাসক হন। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় হাবশী শাসনের সংক্ষিপ্ত সময়ের পরে, ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলায় হোসেন শাহ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় পাল রাজবংশ (750 C.E থেকে 1161C.E) শাসন কালের মত এই শাসন কাল বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও সাহিত্যকর্ম, তাঁত ও কারুশিল্প এবং স্থপতি ইত্যাদির বিচারে এটি ছিল বাংলার সুবর্ণ যুগ।

এরপর বাংলায় সুর রাজবংশের গভর্নররা (১৫৩২ খ্রি. থেকে ১৫৫৬ খ্রি.) শাসন করেন। মুহাম্মদ শাহ রাজবংশ (1554 C.E-1564 C.E) এবং কররানী রাজবংশ (1564-1576) স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছিল। এর পরে বাংলা মুঘলদের গভর্নর/সুবাহদারদের অধীনে আসে (১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা দখলের আগে, বাংলা প্রায় স্বাধীনভাবে নবাবদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল (১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি/ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর/গভর্নর-জেনারেল বাংলার শাসক ছিলেন। ভারত জুড়ে ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর, ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে বাংলাও ব্রিটিশ রাজের (১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সরাসরি শাসনের অধীনে আসে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান নামে দুটি অংশে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ভারত স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখন পর্যন্ত ভারতের একটি প্রদেশ।

এখন ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ আনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলার ইসলামিকরণের মূল বিষয়গুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের পাশাপাশি কিছু ভারতীয় ইতিহাসবিদ জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু এটি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। মিলট, একজন ইতিহাসবিদ যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে বাংলার মুসলিম শাসকদের দ্বারা অমুসলিমদের উপর ব্যাপক নিপীড়নের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলিম শাসক জালালউদ্দিন শাহ-এর সময় কিছু সীমিত নিপীড়ন ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু তার মনোভাব ছিল তার পিতা গণেশের প্রতিক্রিয়া, যিনি তার রাজত্বকালে অহিন্দুদের নিপীড়ন করেছিলেন, গণেশ বাংলার একজন হিন্দু শাসক (সীমিত সময়ের জন্য)। জালালুদ্দিনের শাহ এর সমসাময়িক একজন লেখক গোপাল তুর্কিদের দ্বারা ব্রাহ্মণদের নিপীড়নের অভিযোগ এনেছিলেন, কিন্তু এটি স্ববিরোধী কারণ জালালুদ্দিন ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং তিনি যিনি গোপাল হালদারের বর্ণনা অনুসারে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বাংলায় অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণের তত্ত্বটি খণ্ডিত হয়েছে এই ভাবে যে -- উত্তর ভারতীয়রা ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়নি যদিও এটি বাংলার তুলনায় মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে ছিল। তাই ইসলাম ধর্মে বাংলার জনগণের ব্যাপক ধর্মান্তরের অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু জোর করে ধর্মান্তরিত করণ নয়।

এটা ইসলামিক বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে মুসলিম জনসংখ্যার ব্যাপক অভিবাসনের ঘটনা নয়, অন্যথায় বাঙালি মুসলমানের নৃ-দৈহিক বৈশিষ্ট্য বাঙালি হিন্দু থেকে আলাদা হত। বাঙালী মুসলমানের সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পরিধান ইত্যাদির ওপরে বাঙালি হিন্দুর সাথে একই রকম ভাবে মিলে যায়। তাই বাংলায় মুসলিম জনগণের ব্যাপক অভিবাসন নিয়ে স্বাধীনতা-পূর্ব মুসলিম অভিজাতদের দাবি নিরর্থক। কিছু মুসলিম অভিজাত বাংলায় অভিবাসী হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মুসলিম জনগণ বাংলার মাটির সন্তান। এটা স্পষ্ট যে তুর্কি মুসলমানদের দ্বারা বাংলায় রাজত্ব করার আগে কিছু প্রচারকের আগমন ঘটেছিল যারা আরব বণিকদের সাথে বাংলায় এসেছিল, কিন্তু এই সময়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা খুব বেশি ছিল না। সুফি প্রচারকরা ইসলাম এর প্রসারে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। সুফিরা ইসলাম প্রচারের জন্য মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের আগেই বাংলায় আগমন করেছিল। চিস্তিয়াহ, কাদিরিয়াহ, নকশবন্দিয়া এবং সোহরাওয়ার্দিয়াহ নামক চারটি সুফী ঘারানা জনসাধারণকে ইসলামের ছাদে আনার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এই সূফী শিক্ষকরা পার্থিব বিষয়ে কোন আসক্তি না দেখিয়ে তাদের সরল একনিষ্ঠ জীবন দ্বারা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন। সাধারণভাবে তারা ইসলামের একটি পরিবর্তিত এবং সংস্কৃত ধারা অনুশীলন করত যা বাংলার সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সাথে অনেক বেশি উপযোগী/উপযুক্ত ছিল। তাদের ইসলাম ছিল ইসলাম এর খোলসে একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম। সুফি দরবেশরা ছিল দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং দক্ষ প্রচারক, সাথে সাথে তাদের চিন্তাভাবনা/মতাদর্শ একটি সহজ এবং দেশীয় ভঙ্গিতে প্রচারনা করতো যা বিশেষভাবে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তারা ইসলামের মোড়কে সকল ধর্মকে মান্যাতা দিত। তাদের কাছে ইসলামের দুর্দান্ত ভাবনাগুলি-- যেমন সবার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মর্যাদায় সমতা (বিশেষত ধর্মীয় বিষয়ে) এবং সুযোগ, সকলের প্রতি ভাই ভাই মনোভাব, যাজক প্রথা থেকে স্বাধীনতা, জাতপাতের বিভেদ থেকে স্বাধীনতা। . মুসলিম বিজয়ের পর তারা ইসলামী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন। নবম শতাব্দী থেকে সুফিরা তাদের মিশন শুরু করলেও, দ্বাদশ শতাব্দীর পর বিশিষ্ট সুফি দরবেশরা বাংলায় আসা শুরু করেন। মহান সূফী ওস্তাদ জালালুদ্দীন তাবরেজী, সোহরাওয়ার্দীয়াহ ঘারানা, সাইখ আবদুল্লাহ কিরমানি, চিস্তিয়াহ ঘারানা, সাইয়েখ জালাল (শাহ জালাল), সোহরাওয়ার্দিয়াহ ঘারানা এবং বিভিন্ন আরও অনেক ঘারানার সুফি সাধক/দরবেশ ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের দরদী, অপূর্ব চরিত্র, মানবিক সেবার মনোভাব নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারে তাদের তৎপরতার নিদর্শন বাংলার বিভিন্ন অংশে পাওয়া বহু পাথরের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদ ইবনে-বতুতা দাবি করেছেন যে বাংলায় ইসলামের প্রসার --এই সুফি প্রচারকদের মহৎ প্রচেষ্টা। বাংলার গণধর্মান্তরের উত্তর পেতে হলে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের আগে বাংলার জনসংখ্যার গঠন প্রকৃতি বুঝতে হবে। সমস্ত ইতিহাসবিদ প্রায় একমত যে বাংলা সমগ্রভাবে বৌদ্ধ ছিলেন এবং তারা কখনই সামগ্রিক ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদে দীক্ষিত হয়নি। ব্রাহ্মণ্য ধারণাগুলি বাংলার জনগণের মধ্যে কখনও অনুপ্রবেশ করেনি, যদিও ব্রাহ্মণ্য শাসকরা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে হিন্দু রূপান্তরের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ব্রাহ্মণ্য সেন শাসকরা ব্রাহ্মণ্যবাদের একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের নিম্নবর্ণের নিপীড়ক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। অন্যদিকে সুফি সাধক ও ইসলাম ধর্মপ্রচারকরা বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে মসিহা হিসেবে আবির্ভূত হন। পরম সত্তার বুদ্ধধর্মের যে ধারণা এবং সুফি ইসলামে আল্লাহর ধারণাগুলি বৌদ্ধদের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। এইভাবে বৌদ্ধ জনগণ এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি যা বাংলায় ইসলাম প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, যা মুসলিম জনগণ দ্বারা অধ্যুষিত কাশ্মীর, আফগানিস্তান এবং ভারতের অন্যান্য অংশের ইসলামিকরণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। হিন্দুদের কিছু উচ্চ বর্ণ এবং হিন্দুদের একটি বৃহৎ সংখ্যক নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মুসলমানরা বাংলা তথা ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক আগে থেকেই থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল মূলতও সুফি সাধক বা দরবেশদের মহান প্রচারনা ও বৌদ্ধ বাঙালীদের তাদের সাদর অভ্যর্থনা ও তাদের পারস্পরিক ভাবনার আদান প্রদানের মাধ্যমে।

সম্ভাবনাময় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুস্থায়ী পর্যটন

সজল মজুমদার

প্রান্তিক জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। ঐতিহ্য মন্ডিত এই জেলা ১৯৯২ সালের ১ লা এপ্রিল গঠিত হয়েছিল। জেলার উত্তর ,পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র। প্রান্তিক জেলা হলেও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় রাজ্যে উজ্জ্বলতর স্থান দখল করে আছে এই জেলা। জেলায় ঐতিহাসিক সময়ের পুরাকীর্তি, পুরাক্ষেত্র, মন্দির, মসজিদ, গির্জা এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। যদিও সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ তেমন নিবিড়ভাবে এগুলোর হয় না বললেই চলে। জেলার ৮ টি ব্লকই প্রত্নতত্ত্ব সমৃদ্ধ। হরিরামপুর ব্লকের বৈরাটটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ পুরা ক্ষেত্র। ইতিহাস বিজড়িত শমী বৃক্ষ এখনো জীবিত। রয়েছে কিচক কুন্ড। এখানকার সুবিশাল দীঘি গুলো বহু পুরোনো। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ।অন্যদিকে গঙ্গারামপুরের বানগর অন্যতম ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। পৌরাণিক কাহিনীর বান রাজার সাথে জড়িত সভ্যতার হদিশ এখানে পাওয়া যায়। সাথে গুপ্ত ও পাল যুগের একটা আভাস এখানে মেলে। রয়েছে কালদিঘি, ধল দীঘির মতো বৃহৎ জলভান্ডার। যাকে কেন্দ্র করে ইকো ট্যুরিজম এবং পরবর্তীতে সুস্থায়ী পর্যটনের ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। পাশাপাশি তপন ব্লকের একটি বিখ্যাত পুরা ক্ষেত্র হল তপন দিঘী। পাল সেন যুগে খনন কাজ শুরু হয়। তবে বর্তমানে তপন দীঘির অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। সরকারি উদ্যোগে এটির সংরক্ষণ প্রক্রিয়াও অতি ধীর গতিতে চলছে। পাশাপাশি বংশীহারী থানার একডালা তে রয়েছে সুলতানি আমলের দুর্ভেদ্য দুর্গ। পীরপাল গ্রামে বক্তিয়ার খিলজির সমাধি। দেবকোটে আতা শাহের দরগা। আবার বালুরঘাট ব্লকের খাপুর ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের জন্য পরিচিত। এছাড়াও এখানে রয়েছে প্রাচীন সিংহবাহিনীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বিষয় হলো জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহনকারী এই নিদর্শনগুলোকে কেন্দ্র করে সহনশীল উন্নয়নের ভাবনা কি ভাবা যেতে পারে না!!? অর্থাৎ আগামী কয়েক প্রজন্ম জেলার এই ঐতিহ্য গুলো যাতে স্বচক্ষে দেখতে পারে, অনুভব করতে পারে, স্পর্শ করতে পারে তার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এখন থেকেই সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে করা যেতেই পারে। জেলার সংস্কৃতিকে বহুল জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।উক্ত ইতিহাস বিজড়িত স্থানগুলোর আশেপাশে বসবাসকারী স্থানীয় বাসিন্দাদেরও উদাসীন ভাবনার পরিবর্তে দায়িত্বশীল ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়ও উক্ত স্থানগুলোর ইকো ট্যুরিজম এবং সংরক্ষণশীল পর্যটন ভাবনাকে উন্নত করবার পর সহনশীল পরিবেশ ভাবনা বিষয়টি কাজে লাগাতে হবে। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সুস্থায়ী পরিবেশ পর্যটন একে অপরের পরিপূরক। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পর্যটন মানচিত্র অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারে যদি জেলার ওইসব স্থানগুলোর সংস্কার, সংরক্ষণ করে সুনির্দিষ্ট জেলা টুরিস্ট গাইড ম্যাপ প্রকাশ করে প্যাকেজ ট্যুর হিসেবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় জনপ্রচারও প্রয়োজন। প্রয়োজন সরকারি, বেসরকারি স্তরে সদর্থক মানসিকতা।তাই জেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানগুলোর উপযুক্ত সংস্কার, সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোর বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য অক্ষুন্ন রেখে স্থিতিশীল পরিবেশ পর্যটন চিন্তাভাবনাটির আশু প্রয়োগ অতি প্রয়োজন।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস ও পটভূমি

পাশারুল আলম

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ), ভারতের উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে অবস্থিত, দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের শিক্ষাগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ গঠনে বিশেষ করে মুসলিম জনসংখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, একজন দূরদর্শী এবং সংস্কারক, যার লক্ষ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রচার করা এমন একটি সময়কালে যখন তারা শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়নে মূলত প্রান্তিক ছিল। এই প্রবন্ধটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি, বিবর্তন এবং তাৎপর্য অন্বেষণ করে।

স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দৃষ্টি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময়, যখন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগত এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছিল তখন এএমইউ-এর উৎপত্তি ১৯ শতকের গোড়ার দিকে খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের পর, যেখানে অনেক মুসলমান অংশ নিয়েছিল, ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মনোভাব আরও প্রতিকূল হয়ে ওঠে। সম্প্রদায়টি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং মুসলমানরা পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক ছিল, এই ভয়ে যে এটি তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে ক্ষয় করবে। এই প্রেক্ষাপটে, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হন যিনি এই শিক্ষাগত ব্যবধান পূরণ করতে এবং সম্প্রদায়কে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার প্রতি স্যার সৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুগান্তকারী। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ভারতে মুসলমানদের একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং ইসলামী অধ্যয়নের সাথে উদার শিল্পকে একত্রিত করে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এই পদ্ধতি মুসলমানদের আধুনিক বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল, প্রগতিশীল এবং প্রতিযোগিতামূলক হতে সক্ষম করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য, স্যার সৈয়দ ১৮৭৫ সালে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল (এমএও) কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করেন, যা পরে এএমইউতে পরিণত হয়।

এমএও কলেজের ভিত্তি

মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ ইসলামিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি সংবেদনশীল একটি আধুনিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্যার সৈয়দ অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের মতো ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন, এমএও কলেজকে একটি ভারতীয় সমকক্ষ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন যা ধর্মীয় পরিচয়কে লালন করার পাশাপাশি আধুনিক বিষয়গুলি সরবরাহ করবে। কলেজটি ভারতীয় এবং ব্রিটিশ উভয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছিল, যারা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে স্যার সৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছিল। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্যার সৈয়দের কাজটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীল দলগুলির বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল, যারা আশঙ্কা করেছিল যে পাশ্চাত্য-শৈলীর শিক্ষা ইসলামী শিক্ষাকে দুর্বল করে দেবে। যাইহোক, তার প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে, কারণ তিনি জোর দিয়েছিলেন যে শিক্ষা সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি পথ। ১৮৮৬ সালে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতা এবং ঐক্যের প্রচারের জন্য অল ইন্ডিয়া মুহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করেন, যা কলেজের নাগাল এবং প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর

১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর, তার অনুসারী ও সমর্থকরা তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে থাকে। ২০ শতকের গোড়ার দিকে, এমএও কলেজ নিজেকে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা সারা ভারত এবং তার বাইরের ছাত্রদের আকর্ষণ করেছিল। ১৯২০ সালে, ভারতীয় আইন পরিষদের একটি আইনের মাধ্যমে কলেজটিকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এই উচ্চতা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক, কারণ এটি আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মতো অনুষদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগকে প্রসারিত করেছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর এএমইউকে ভারতের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক জীবনে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডক্টর জাকির হোসেন সহ বিশিষ্ট নেতা, চিন্তাবিদ এবং কর্মীরা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরাধিকারে অবদান রেখেছেন। এএমইউ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, এমন নেতা তৈরি করেছিল যারা ভারতীয় স্বাধীনতা এবং মুসলিম অধিকার উভয়ের পক্ষেই সমর্থন করেছিল।

ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

এএমইউ ঐতিহাসিকভাবে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার সংগ্রামের সময়, এটি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সহ নেতাদের জন্য একটি প্রজনন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ উভয়ের মধ্যেই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে, যা বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করে চলেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা, সহনশীলতা এবং একাডেমিক স্বাধীনতার মূল্যবোধকে প্রচার করে।আজ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরাধিকার অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিতে প্রতিফলিত হয়। যদিও এর ছাত্র সংগঠনটি প্রধানত মুসলমানদের নিয়ে গঠিত, বিশ্ববিদ্যালয়টি সকল সম্প্রদায় ও অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। এর পাঠ্যক্রমটি স্যার সৈয়দের পরিকল্পিত বিস্তৃত শিক্ষামূলক মিশন বজায় রেখে মানবিক থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পর্যন্ত বিস্তৃত শৃঙ্খলা জুড়ে রয়েছে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপত্য, ইন্দো-ইসলামিক এবং ঔপনিবেশিক শৈলী দ্বারা প্রভাবিত, এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূর্ত করে। মৌলানা আজাদ লাইব্রেরি এবং জামে মসজিদ মসজিদের মতো ল্যান্ডমার্ক ভবনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে। সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং শিল্পের মতো ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন ছাত্রদের সহ শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির একটি সম্মানিত খ্যাতি রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, এএমইউ নিজেকে একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে শিক্ষক এবং ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ-মানের গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছে, প্রায়শই ভারতের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মডেল হিসেবে কাজ করে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়

১৯৬৭ সাল থেকে এই বিশ্ব বিদ্যালয় একটি আইনি জটিলতায় ভুগছিল। প্রশ্ন ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু মর্যাদা তবে কি পাবে না? ১৯৬৭ সালে পাশা আজিজ মামলায় এই প্রতিষ্ঠান তার সংখ্যালঘু মর্যাদা হারায়। তারপরও ১৯৮০ সালে তবে এত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আইন করে এইর্যাদা পুরো প্রতিষ্ঠিত করলেও। আদালতের রায় তা টেকেনি। পরবর্তীকালে এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে গেলে ৫৭ বছর পর সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধান বেঞ্চ এই মর্মের আয়োজন যে সরকারি সাহায্য পেলে কোন প্রতিষ্ঠান নেই তার সংখ্যালঘু মর্যাদা হারায় না। সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হওয়ার জন্য যে সমস্ত মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তা হল সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রদত্ত জমি ও অর্থ দিয়ে যদি সার্বিকভাবে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তাহলে সেটি সংখ্যালঘু মর্যাদা অধিকারী। যদিও এই নির্দেশ তিন জজের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একটি জিনিস পরিষ্কার ওয়ালিগড় বিশ্ববিদ্যালয় তার সংখ্যালঘু মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সংবিধানের ৩০ নম্বর ধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা মাইলফলক হয়ে থাকবে। এই রায় সংখ্যালঘু সমাজের হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানে স্বপক্ষে যাবে। এমনকি ওয়াকাফ বিল নিয়ে নিয়ে যে তোড়জোড় শুরু করেছে আগামী দিনে এই বিল যদি পাশ হয়ে যায়! মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর সেই আইন বহাল থাকবে কিনা সন্দেহ?

উপসংহার

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে। সংস্কার এবং অগ্রগতির মূল ভিত্তি সহ, এএমইউ তার ঐতিহাসিক পরিচয় বজায় রেখে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে ক্রমাগত মানিয়ে নিয়েছে। শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের উপর এর প্রভাব এএমইউ-কে স্থিতিস্থাপকতার প্রতীকে পরিণত করেছে, সম্প্রদায়ের সেতুবন্ধন এবং জ্ঞান, সহনশীলতা এবং অখণ্ডতার মূল্যবোধের প্রচার করেছে। আজ, এএমইউ শুধুমাত্র একটি গর্বিত উত্তরাধিকার নয় বরং একটি গতিশীল ভবিষ্যৎও মূর্ত করে, যা ভারতের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি এবং প্রগতিশীল আকাঙ্খা উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে।

অণু গল্প

বিচ্ছেদ

মিরাজুল সেখ

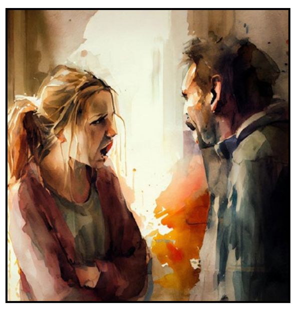

পরশ পাথর ছুঁতে ছুঁতে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল , থমকে গেল পথ চলা, থমকে গেল অনেক কিছুই। বিশ্রী হয়ে ছুটে এলো একটা কালো দাগ ওপার থেকে। সিঁটিয়ে গেল স্বপ্নের বাসর।

বছর তিনের সম্পর্কে আঁচ পড়ল। একটু একটু করে শুরু হল মিথিলার অভিযোগ। অভিরুপ এর মনের ঘরে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল ,থামানোর চেষ্টা করেও থামল না কিছুতেই। বিব্রত এক সুর হামাগুড়ি দিয়ে কেঁপে উঠল বুক দিন রাত।

এদিকে মিথিলার তীব্র জেদ ভয়ঙ্কর রুপ ধারণ করলো। ছুড়ে ফেলে দিল জন্মদিনে দেওয়া অভিরুপে একটি স্বল্প দামের উপহার। ছুড়ে ফেলে দিল টেবিলে জমে থাকা খান কয়েক ছবি ও চিঠি।

গোধূলির শৌখিন লাল আলোর সম্পর্কে নেমে এল ঘন কালো মেঘ। বন্ধ করে দিল মিথিলা যোগাযোগ। নিস্তব্ধ রাতের প্রহরে প্রহরে আলিঙ্গন করে গেল দুঃখ অভিরুপ।

কেটে গেল আরো একটি বছর। মিথিলা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অভিমান অভিযোগ সরিয়ে ছুঁটে গেল।

জানতে পারল অভিরুপের সমাধি হয়েছে অনেক আগেই , আজ নতুন করে আবার বিচ্ছেদ হল। চোখ ভর্তি জল মিথিলাকে শিখিয়ে দিয়ে গেল জেদ অভিযোগ অভিমান শুধু একটা বিচ্ছেদ মাত্র ভালোবাসা নয় ।।

ঘোড়া রোগ

বিচিত্র কুমার

ছোটগল্প

গ্রামের নাম ছিল শান্তিপুর। এই গ্রামে বাস করতো এক তরুণ যুবক, সজল। সজল ছিল অত্যন্ত কর্মঠ, কিন্তু একই সঙ্গে অস্থির। সে সবসময় অনেক কাজ করতে চাইতো, কিন্তু তার পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির অভাব ছিল। গ্রামের লোকেরা মাঝে মাঝে তার সম্পর্কে বলতো, “সজলের তো ঘোড়া রোগ হয়েছে!” একদিন, সজল সিদ্ধান্ত নিল যে সে গ্রামের সব ফসল কাটবে। সে ভাবলো, “এটা তো আমার জন্য কিছুই নয়!” কাজের চাপ এতটা বেড়ে গেল যে সজল একসঙ্গে চার-পাঁচজনের কাজ করতে শুরু করল। সকালে উঠে প্রথমে সে শাক-সবজি কাটতে লাগলো। এরপর গরু-ছাগলদের খাবার দিতে দিতে, দুই-তিনটি গাছের ফল তোলার কাজেও হাত দিল। এতে তার ঘরেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো, সব জায়গায় কাজ জমে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু সজল একটিও কাজ সঠিকভাবে শেষ করতে পারল না। হতাশ হয়ে সে ভাবতে লাগল, “কেন আমি এত কাজ করলাম, কিন্তু কিছুই তো শেষ করতে পারলাম না!” তার অস্থিরতা তাকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। সেদিন রাতে, সজল গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ঘুমাতে গেল। রাতের স্বপ্নে সে দেখতে পেল, একটি শক্তিশালী ঘোড়া পেছন থেকে তার দিকে আসছে। ঘোড়ার চোখে ছিল অদ্ভুত অস্থিরতা। সজল ঘোড়াটিকে প্রশ্ন করলো, “তুমি কেন এত অস্থির?” ঘোড়া উত্তর দিল, “আমি সব কাজ একসাথে করতে চাই, কিন্তু আমার শক্তি সীমিত। আমি যদি সঠিক পরিকল্পনা করি এবং একবারে একটি কাজ করি, তবে তাতেই সফল হব।” ঘোড়ার কথা শুনে সজলের মনে আলোর আলো জ্বলে উঠলো। সকাল হলে সজল ঘুম থেকে উঠে জানলো, ঘোড়া রোগের বাস্তবতা তাকে জাগিয়ে তুলেছে। সে সিদ্ধান্ত নিল, আজ থেকে সে পরিকল্পনা করে কাজ করবে। সজল প্রথমে নিজেকে একটি তালিকা তৈরি করলো। আজ সে শুধু শাক-সবজি কাটবে, আগামীকাল গরু-ছাগলের খাবার দেবে এবং পরদিন ফল তুলবে। কাজ করতে করতে সজল লক্ষ্য করলো, তার কাজে আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। একেকটি কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারার অনুভূতি তার জন্য আনন্দের ছিল। যখন সে একটি কাজ শেষ করলো, তখন তার মনে হল, “এটাই তো সঠিক পদ্ধতি!” গ্রামের লোকেরা সজলের পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। তারা বিস্ময়ে বলছিল, “সজল এখন কত শান্ত!” সজল নিজেও বুঝতে পারলো, অস্থিরতার পরিবর্তে শান্তি ও পরিকল্পনা তার জীবনকে কত সুন্দর করে তুলেছে। এভাবে, সজল শিখলো যে “ঘোড়া রোগ” এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হবে এবং কাজগুলোকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা এখন তাকে “সজল” হিসেবে ডাকতো, একজন কর্মঠ যুবক হিসেবে, যে তার কাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সঠিক পরিকল্পনা করে এগিয়ে চলছে। সজলের জীবনের এই অভিজ্ঞতা তাকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে, জীবনেও আমাদের অনেক কাজ থাকে, কিন্তু একসঙ্গে সব কিছু করতে গিয়ে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তা কখনও কখনও আমাদের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। তাই ধৈর্য ও পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ।

পাহাড়ের তপস্যা

জাসমিনা খাতুন

নীলিমায় ঘুমিয়ে ছিল সবুজে ঢাকা পাহাড়, আমাদের ভুরু ছিল সোজা;
সুতো ধরে পাহাড়ের কিনারে ঝুলছিল চাঁদ।
আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখা পাহাড় হতে চেয়েছিল চকোরির ডানা।
সারারাত প্রতীক্ষায় ঝরেছিল ঝরনা, ভালোবেসে মুছে দিয়ে যাও লুকানো
সব কালির কালিমা; বলেছিল ভূমি শয্যায় হার মেনে সাত কাহন আয়না।
শিলা মন্ডল পোড়া পাগলামি পান্না, পাহাড়ি পোশাক পালটে আঙুলের
শোভা পেলো, চমক লাগানো প্রতিশ্রুতির উল্কাতে উঁকি আর মারে না।
আমাদেরও খিদে পায়,
তবুও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাহাড়কে ছুঁতে যায় না।
তদন্ত শেষে ফিরে আসি, অ্যালবামে সাজিয়ে রাখি;
ওর বুকের আগুন কথা একবারও লিখি না।

আমি হাসছি

ফজলুর রহমান মণ্ডল

আমি হাসছি ----
রক্ত পিপাসু পিশাচের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে
আমি হাসছি।
এক একটি অঙ্গ বিচ্ছেদ করলেও
দুর্বৃত্তরা হারিয়ে যায় না
নতুন সূর্য ওঠে
বেঁচে ওঠে মানবতার দেশ
যে দেশ তোমার আমার সবার।

আমি অপেক্ষায় আছি
সে দিনের জন্য
ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে
সংকল্পের মুঠো হাত তুলে
আমি হাসছি।

ছড়া-ছড়ি

কৌতূহলী

মোহিত করাতি

আঁধার নেমে রাত হলেই,
কেন তারাদের ঝিকিমিকি?
নানা পাখিরা থাকে বাসায়,
কেন ঝিঁঝিঁ পোকাদের ঝিঁ ঝিঁ?

আঁধার কেটে ভোর হলেই,
কেন সূর্য মামা দেয় উঁকি?
সকালে দিনে থেকে অন্তরালে
চাঁদমামা কেন দেয় ফাঁকি?

ভোররাতে পাখিরা জেগে,
সবে কেন করে কিচিরমিচির?
দূর্বা ঘাসে শীতের ভোরে
কীভাবে আসে মিষ্টি শিশির?

এদেশে দিনের পরে রাত হয়,
নাকি রাতের পরে দিন?
আজগুবি সব প্রশ্নগুলিতে
মাথার বুদ্ধি নাচে ধিনধিন।

শিশু মনে জমে প্রশ্ন অনেক
তাই সদা উত্তর খোঁজে সবে ।
কৌতূহলী মন নিয়েই তো
একদিন গবেষক সে হবে।

থেকে যাব

মিরাজুল সেখ

তুমি চলে যাও
আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে
আপন জনের কাছে

চলে যাও ---
আস্ত কুটির ছেড়ে
কোন সুজন প্রিয়জনের কাছে
আর ফিরোনা ------

আমি থেকে যাব, এই বাংলায়
আমার জন্মভুমির কাছে
কাঁঠাল আম শিউলির গন্ধে
পাতা ঝরা ভোরের বাতাসে ।

রমণী

মোঃ আলামিন বিশ্বাস

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মূল্যবান
সম্পদ হলো রমণী।
বিধাতার এ-এক অন্যতম
সৃষ্টি যিনি সর্বোচ্চ জ্ঞানী!
পুরুষের কাজকর্মে রমণী
দিয়েছে যে জ্ঞান,
তাইতো পুরুষের সমস্যা
হলো সমাধান।

রমণী যদি পুরুষকে
নাইবা দিতো জ্ঞান,
তাহলে কি পুণ্য হতো?
পুরুষের দেখা ধ্যান!
এতকিছু করার পরও
রমণীর নাই যে কোন সম্মান,
শুধু তার একটিমাত্র পাওনা
যা হলো অপমান।

রমণী বলে সব কিছুতেই,
তার অধিকার কম।
দুঃখ বেদনা সহ্য করেও,
তার নাই যে কোন দাম!
রমণী বলে কিছুই যদি
থাকতো না পৃথিবীর বুকে,
তাহলে কি থাকতে পারতো
পুরুষ জাতি সুখে!

রমণী দেখলেই পুরুষ যে
করে শুধু অবহেলা।
কিন্তু তাদের রূপ দেখে,
করে তারা বেইমানি খেলা।
রাত্রিবেলা রমণী পুরুষের ভয়ে,
বের হতে পারেনা রাস্তা পথে।
কেননা কতই কি দুর্ঘটনা,
ঘটতে পারে তার সাথে।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সম্পদ,
তোমরাই গো নারী।
তাই জীবনে জেদ করো
যে আমরা সব কিছু করতে পারি!

মানবতার জয়

বদরুল আলম

মানুষে মানুষে ভালোবাসা,
এটাই জীবন, এটাই আশা।
একত্রে থাকলে হয় সবার জয়,
ভালোবাসা হোক পুরো পৃথিবীময়।
দুঃখ-সুখে হাত বাড়াও,
সহানুভূতি কখনো না ছাড়াও।
যতই বিপদ আসুক সামনে,
একসাথে হয়ে কাটাবো ভয় আল্লাহর নামে।
অন্তরে ভালোবাসা জাগাও,
অন্যকে বুঝতে শিখাও।
হিংসা দূর করো, সহানুভূতি বাড়াও,
পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়ে সবার মন জয়াও।
যত বেশি ভালোবাসা, তত শক্তি বৃদ্ধি,
মানবতা রক্ষা হোক, আমাদের সবার দৃষ্টি।
বিশ্বে যতই আসুক অন্ধকার,
মানবতা দিয়ে হোক আলোর প্রক্ষেপণ বার।
এভাবেই এগিয়ে চলে করি শুদ্ধ পথ অনুসরণ,
মানুষের কল্যাণে থাকুক আমাদের মন।

কণ্ঠরোধের কারাগার

সুরাবুদ্দিন সেখ

সবই রয়েছে কিন্তু সীমানাটা তার নির্ধারিত
দেওয়াল বোঝে না তার কথা কিন্তু জানালা তাকে অবশ্যই আলো দেখায়,
সে প্রতিদিন চিঠি লেখে পৃথিবীকে
আকর্ষণে তার জানালায় ভালোবাসার মেলা।
তার চাষ করা খাদ্যশস্যের স্বাদ বোঝে কিন্তু তার সবুজ পৃথিবীতে মিশতে পারে না,
প্রতিদিন তার কারাগার অন্ধকার হয় কম্পিত হয় কিন্তু জানালা তাকে সুখবর দেয়।
অমানবিক রাজত্বে সে তাদের খাদক
মজলুমের আর্তনাদ ওদের ধ্বংস হওয়ার নিনাদ,
ধেয়ে আসবে তুফান! ধ্বংস করবে কণ্ঠরোধের কারাগার।

ভিনিসিয়ুসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে জয়ে ফিরল রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ৪: ০ ওসাসুনা। বার্সেলোনা ও এসি মিলানের বিপক্ষে টানা দুই ম্যাচে হেরে হতাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপ্পের ছন্দহীনতা ও কোচ কার্লো আনচেলত্তির কৌশলে শোনা যাচ্ছিল নানান কথা। এমনকি ব্যর্থতার দায়ে আনচেলত্তির পদ হারানোর গুঞ্জনও ছিল বাতাসে। সব সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য রিয়ালের হাতে মোক্ষম উপায় ছিল একটি, মাঠে দারুণভাবে ফিরে আসা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ফিরে আসার সেই গল্পটাই লিখলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। মাত্র ৪১ পয়েন্টে রদ্রির কাছে ব্যালন ডি’অর হারানো ভিনি আজ ওসাসুনার বিপক্ষে করেছেন দারুণ এক হ্যাটট্রিক। ভিনির হ্যাটট্রিকের সঙ্গে এই ম্যাচ দিয়ে ১৭৯ দিন পর গোলে ফিরেছেন জুড বেলিংহামও। সময়ে পরিত্রাণের খোঁজে রিয়াল ম্যাচটা রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছেও ৪–০ গোলে। এই জয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধানও কমাল রিয়াল। দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ১২ ম্যাচে ২৭, সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৩৩।

বার্নাব্যুতে আজ ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিল রিয়াল। দুই প্রান্তকে দারুণভাবে ব্যবহার করে একের পর আক্রমণে যেতে থাকে তারা। অ্যাটাকিং থার্ডে প্রথম মিনিট থেকেই ভিনিসিয়ুস–রদ্রিগো–এমবাপ্পে–বেলিংহামরা ছিলেন সপ্রতিভ। সাম্প্রতিক সমালোচনার জবাব দিতেই হয়তো এমন আক্রমণাত্মক রূপে মাঠে নামেন রিয়াল তারকারা। এর মধ্যে ম্যাচের ১৪ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শট নেন রদ্রিগো। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শট অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকান ওসাসুনা গোলরক্ষক সের্হিও হেরেরা। ইতিবাচক শুরু করা রিয়াল ধাক্কা খায় ম্যাচের ২০ মিনিটে। সদ্য চোট কাটিয়ে ফেরা রদ্রিগো আবারও চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন। এই ধাক্কা কাটানোর আগেই আসে দ্বিতীয় ধাক্কা। ৩০ মিনিটে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন আরেক ব্রাজিলিয়ান এদের মিলিতাও। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন অভিষিক্ত রাউল আসেনসিও।

ডা. ওসিয়ার রহমান মেমোরিয়াল একাডেমির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

Dr. Osiar Rahaman Memorial Academy
৯ই নভেম্বর ২০২৪, শনিবার
মেডিক্যাল চেক আপ ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দকুমার

আপনজন ডেস্ক: নন্দকুমার পূর্ব মেদিনীপুরের ডা; ওসিয়ার রহমান মেমোরিয়াল একাডেমি সপ্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফ্রি মেডিকেল চেকআপ ক্যাম এবং বিনামূল্যে বই বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল । জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আশানুর মল্লিক মহাশয় কলকাতা ডোমা অফিসে কর্মরত । দুস্ত মানুষদের জন্য ফ্রি মেডিকেল চেকআপ ক্যাম্প করা হয় । গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । সকাল থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন খেলাধুলো সম্পন্ন হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক ডঃ মোখলেসুর রহমান, পালপাড়া গোবিন্দ জিউ হাইস্কুলের শিক্ষক তৌহিদ আহমেদ খান, কলকাতা ডোমা অফিসে কর্মরত হাসানুর মল্লিক মহাশয়, মেহবুব হোসেন নন্দকুমার বিডিও অফিসের কর্মরত, হাসিবুর রহমান তাওহীদি জনতার সভাপতি, আব্দুস সালাম বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্ডিপুর , হিউম্যান হেলথ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি শেখ মাতিন প্রমুখ । প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা স্কুলের পঠন-পাঠন সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করেন ।শেষে সেক্রেটারি ওমর ফারুক মহাশয় আগামী দিনের স্কুলের ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা বলেন।

মগরাহাটে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের মগরাহাট মুসলিম এংল ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশনের মাঠে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা হয় মগরাহাট স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে। উক্ত ম্যাচ ব্যারাকপুর ফুটবল কোচিং সেন্টার ও মগরাহাট ফুটবল কোচিং সেন্টার আন্ডার টুয়েল ভ আন্ডার ১৭ এর দুটি টিম ও প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত হন। আন্ডার টুয়েলভ ম্যাচে ব্যারাকপুর জয় লাভ করেন এবং আন্ডার ১৭ এ মগরাহাটের ড্র করেন । ব্যারাকপুরের ফুটবল কোচ রিঙ্কু কুমার সাউ মগরাহাট পরিবেশ ও খেলাধুলা সম্পর্কে সাধুবাদ জানান তার পাশাপাশি মগরাহাট এর ফুটবল কোচ আলাউদ্দিন গাজী তিনি ছেলেদের মোবাইলের আসক্ত থেকে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যর পাশাপাশি আগামী দিনে মগরাহাট ব্লকের মুখ উজ্জ্বল করা ও দেশ-বিদেশ এর হয়ে খেলা চেষ্টা মূল লক্ষ্য।

টি–টোয়েন্টিতে উগান্ডাকে ছাড়িয়ে গেল ভারত

ARSHDEEP
RM BISHNOI
56
SAMSON
9

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারত অপ্রতিরোধ্য; বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তো বটেই। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, একটা পরিসংখ্যানে এই ভারতের সঙ্গে কঠিন লড়াই হচ্ছে উগান্ডা ক্রিকেট দলের, যে লড়াইয়ে এই মুহূর্তে ভারত কিছুটা এগিয়ে। সেটা অবশ্য শতাংশের হিসাবে। এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ড উগান্ডারই থাকছে। ভারতের পক্ষে এ বছর তা ছোঁয়া সম্ভব হবে না। চলতি বছরে ভারত এখন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে ২৩টি, যেখানে তাদের জয় ২২টিতে। এর মধ্যে দুটি জয় এসেছে সুপার ওভারে। আর একমাত্র হারটি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

সব মিলিয়ে ২০২৪ সালে ভারতের ম্যাচ জয়ের হার ৯৫.৬ শতাংশ। গত বছর উগান্ডা ৩৩ টি-টোয়েন্টি খেলে জিতেছিল ২৯টি, জয়ের হার ৮৭.৯ শতাংশ। জয়ের সংখ্যা আর জয়ের হার–দুই দিক থেকেই সেটি ছিল রেকর্ড। ভারত এবার জয়ের সংখ্যা ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পেলেও হারে ঠিকই টপকে গেছে। ভারত জয়ের সংখ্যায় উগান্ডাকে ছাড়াতে পারছে না এ বছর তাদের ম্যাচ ২৬টি বলে।

গতকাল ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারত এই বছরের ২৩তম ম্যাচে ২২তম জয় পেয়েছে। এই সিরিজে তাদের ম্যাচ বাকি ৩টি। সব কটি ম্যাচ জিতলে ভারতের জয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫। আর সূর্যকুমার যাদবের দলকে এখানেই থেমে থাকতে হবে।

কারণ, এই সিরিজের পর ভারত আর টি-টোয়েন্টি খেলবে আগামী বছরের জানুয়ারিতে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ডারবানে প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়া ভারত সিরিজের সব কটি ম্যাচেও জিতবে–এ নিশ্চয়তাও আসলে নেই। প্রতিপক্ষ যে দক্ষিণ আফ্রিকা!

২০২২ সালে ভারত টি-টোয়েন্টি জিতেছিল ২৮টি। এক বছরে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ড তখন তাদেরই ছিল। শতাংশের হিসাবে যদিও এত জয় পাওয়ার পরও ভারতের সে বছরে খুশি থাকার কথা নয়। কারণ, সেই বছরে ভারত হেরেছিল ১২টি ম্যাচে। বাদ পড়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে।

ভারতের এক বছরে জেতা সর্বোচ্চ ম্যাচের রেকর্ড ভেঙেই উগান্ডা শীর্ষে। ওই জায়গায় তারা থাকবে এ বছর শেষেও। যদিও এই বছরে উগান্ডার পারফরম্যান্স তেমন একটা ভালো নয়। ১০ ম্যাচের মধ্যে তারা জিতেছে ৫টি। এর পেছনে অবশ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের একটা ভূমিকা আছে। বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচ খেলে মাত্র ১টিতে জিতেছিল উগান্ডা।

এক বছরে সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি জেতার তালিকায় তানজানিয়া ও পাকিস্তানের ম্যাচও আছে। ২০২২ সালে তানজানিয়া জিতেছিল ২১ ম্যাচে। তাদের অবস্থান চতুর্থ। ২০২০ সালে ২০টি টি-টোয়েন্টি জেতা পাকিস্তান আছে তালিকার পাঁচে।

ভারত আইসিসিকেও জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানে দল পাঠাবে না

আপনজন ডেস্ক: কখনো জোর গতিতে, কখনো ধীরলয়ে–আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত তাদের দল পাকিস্তানে পাঠাবে কি না, এ নিয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছে। সে আলোচনা গতকাল একটু চরমে উঠেছিল। প্রথমে ভারতের সংবাদ সংস্থা একটি খবর দেয় যে বিসিসিআইয়ের দেওয়া হাইব্রিড মডেলে সম্মত হয়েছে পিসিবি। এ খবরের পাল্টা দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভি এটাকে ভিত্তিহীন খবর বলে আখ্যা দেয়। তারা খবরে এ–ও জানায় যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানেই হবে। সামা টিভির সেই খবরের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম খবর দেয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় আছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এ খবরের প্রতিক্রিয়ায় লাহোরে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তিনি সেখানে বিসিসিআইকে কড়া বার্তা দেন এ বলে যে অতীতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিসিবি অনেক সৌজন্যতা দেখিয়েছে, সব সময় এটা তারা দেখাতে পারবে না।

নাকভির এ কথার পর আজ জানা গেল, পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার বিষয়টি বিসিসিআই আইসিসিকেও জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকেটবিষয়ক খবরের ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, আইসিসিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলে দিয়েছে যে ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাবে না। আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানের তিনটি ভেন্যুতে হওয়ার কথা আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত।

ভারতের এ সিদ্ধান্তের পর পিসিবিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের জন্য নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। সে পরিকল্পনায় নিশ্চিত করেই আসবে হাইব্রিড মডেলের বিষয়টি। আর গতকাল টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে তো বিসিসিআইয়ের সূত্র বলেই দিয়েছিল যে তারা হাইব্রিড মডেলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজেদের ম্যাচগুলোর ভেন্যু হিসেবে দুবাইকে পছন্দ করেছে। এর আগে ২০২৩ সালের এশিয়া কাপও হয়েছিল এই মডেলে। সে সময় ভারতের ম্যাচগুলো হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়।

৯ জনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও জিততে পারল না মহামেডান

মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: মহামেডান-০ ইস্টবেঙ্গল -০

আর কবে জিতবে মহামেডান! ম্যাচের ৩০ মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের দু দু’জন খেলোয়াড় রেড কার্ড দেখে মাঠের বাইরে।বাকি একঘন্টা, ইনজুরি সময় ধরলে ৭০ মিনিট ৯ জনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ছন্নছাড়া,ঘুমপাড়ানি আর বিরক্তিকর ফুটবল উপহার দিল সাদাকালো ব্রিগেড। বরং ইস্টবেঙ্গলকে জেনুইন পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত না করলে হয়তো আরও বড় লজ্জা অপেক্ষা করছিল শতাব্দী প্রাচীন মহামেডানের জন্য। কোনো এক অজানা কারনে কলকাতার দলগুলি বাঙালিদের প্রতি যেন দুয়োরানীর আচরন করছে।এ যেন অনেকটা ‘বাঙালী ইংরেজি বলে নিজেকে স্মার্ট প্রমান করার মতো ব্যাপার’ অর্থাৎ ভিনরাজ্য মানেই বিদেশি সমতুল্য। আর বাঙালি হলে লজ্জা লাগে! তা নাহলে এই টিমের মাঞ্জুকি, ফ্রাঙ্কাদের থেকে মহীতোষ,তন্ময়,সজলরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ?

DIAMANTAKOS
9
4

যাইহোক, ন জনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মহামেডান জিততে পারেনি,সেই ম্যাচের রিপোর্টে কিইবা লেখা যেতে পারে।বলার মতো কেবল দুটো লাল কার্ড,ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি বঞ্চিত,মহামেডানের খারাপ প্রদর্শন আর দ্বিতীয়ার্ধের ইস্টবেঙ্গলের সারাক্ষণ মাঠে শুয়ে সময় কাটানো;এটাই নির্যাস।

স্যামসনের এমন রুদ্ররূপের পেছনের কারণ সূর্যকুমার

DREAM11
INDIA

আপনজন ডেস্ক: বিরল প্রতিভা, তবে ধারাবাহিকতার বড় অভাব–ভারতীয় ক্রিকেটে সঞ্জু স্যামসন প্রসঙ্গে এমন কথাই বেশি শোনা গেছে। স্যামসন এই অপবাদ ঘুচিয়েছেন বিরল এক রেকর্ড গড়েই। প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে পেয়েছেন টানা দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি। রেকর্ড গড়ে স্যামসন ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। স্যামসনের টি-টোয়েন্টি অভিষেক ২০১৫ সালে। এত দিনে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র ৩৪টি। সব সময়ই দলে ছিলেন আসা–যাওয়ার মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে বাংলাদেশ বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচেও ছিলেন ব্যর্থ। প্রথম ম্যাচে ২৯ রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে করেন ১০। তবে এরপরও তৃতীয় ম্যাচে তাঁর ওপর ভরসা রাখে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই ম্যাচে করেন ৪৭ বলে ১১১। আর কাল ৫০ বলে ১০ ছক্কা ও ৭ চারে ১০৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন স্যামসন।

স্যামসনের এমন রুদ্ররূপের দেখা মিলেছে সূর্যকুমারের কথাতে। ভারতীয় অধিনায়ক আগেই নাকি স্যামসনকে জানিয়েছেন, এই ৭ ম্যাচেই তিনি খেলছেন। স্যামসনকে এই নিশ্চয়তা সূর্য দেন দুলীপ ট্রফিতে খেলার সময়। জিও সিনেমাকে স্যামসন বলেছেন, ‘দুলীপ ট্রফিতে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলছিলাম, সূর্য ছিল প্রতিপক্ষ দলে। ম্যাচ চলার সময় সূর্য আমাকে বলেছে, “আগামী ৭ ম্যাচ (বাংলাদেশ ৩, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪) তুমি খেলছ। তুমি সামনের ৭ ম্যাচে ওপেন করবে। যা–ই হোক না কেন, আমি তোমার পাশে থাকব।”’

স্যামসন এরপর যোগ করেন, ‘এরপর আমি একটা স্পষ্ট বার্তা পাই। ক্যারিয়ারে প্রথমবার আমি এমন একটা পরিষ্কার বার্তা পাই, যে আমার হাতে ৭ ম্যাচ আছে। তাই আমি অন্য রকম সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমেছি। অধিনায়কের কাছ থেকে এমন বার্তা ও আত্মবিশ্বাস পেলে মাঠেও এর ভিন্ন ছাপ পড়ে। খুব বেশি দূরে তাকাতে চাই না। দলের জন্য অবদান রাখতে চাই।’ টি–টোয়েন্টিতে টানা দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় স্যামসন সব মিলিয়ে চতুর্থ। ছেলেদের টি-টোয়েন্টিতে টানা দুটি সেঞ্চুরি করেছেন এর আগে মাত্র ৩ জন–ফ্রান্সের গুস্তাভ মেকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার রাইলি রুশো ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট।

এমন কীর্তি নিয়ে স্যামসন বলছেন, ‘দেশের হয়ে সেঞ্চুরি যখন করবেন, নিশ্চয়ই এটা বিশেষ এক অনুভূতি। উইকেটে বাউন্স ছিল, শুরুর দিকে ফাঁপা ছিল। এখানে টানা ৩-৪ দিন বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আমার চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে। আমরাও সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। যখন ৩-৪ দিন ধরে এখানে বৃষ্টি হয়েছে, তখনো মাঠে এসে দল অনুশীলন করেছে। ২-৩ ঘণ্টা ব্যাটিং করেছি, যা কাজে দিয়েছে।’

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ভারতীয় দল ব্যাঙ্কক পৌঁছল

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: ব্যাঙ্ককে ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১৯ তম এশিয়ান ক্যারাটে টুর্নামেন্ট। এই উপলক্ষে ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে থাইল্যান্ডের রাজধানী শহর ব্যাঙ্কক। এই প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে অংশ গ্রহণ করবে তিন জন প্রতিনিধি। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের বাসিন্দা রাকেশ রজক ৭৫ কেজি বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন বাঙলা থেকে। বাকি দুই জনের একজন উওর প্রদেশের, অপর একজন কর্নাটক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন। মোট পঁচিশটির বেশি দেশের প্রতিযোগী এই মহাদেশীয় ক্যারাটে টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহণ করছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অফিসিয়াল দায়িত্বে থাকবেন তিনজন। শেনসেই সুনীল ফারিকর অল এশিয়া টুর্নামেন্টের রেফারি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। আর টিম ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকছেন রাজ্যে তথা দেশের অন্যতম ক্যারাটে বিশেষজ্ঞ শেনসেই শিশির বাগ এবং বাঙলার প্রখ্যাত ক্যারাটে প্রশিক্ষক (কোচ) শেনসেই মিলন বাদ্যকর থাকছেন ভারতীয় কোচ হিসেবে। বাঙলা থেকে আরও একজন প্রতিনিধি এই প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পাসপোর্ট সংক্রান্ত সমস্যার জন্য শেষ মুহূর্তে তাঁর ব্যাঙ্কক যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়।

গেইল-পুরান-রাসেলের ক্লাবে ক্লাসেন

আপনজন ডেস্ক: ভারতের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হারা ম্যাচে দারুণ একটি রেকর্ড গড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেন। এক পঞ্জিকাবর্ষে ১০০ ছক্কা মারার কীর্তি গড়েছেন তিনি। গতকাল ডারবানে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে ২২ বলে ২৫ রানের ইনিংস খেলার পথে একটি ছক্কা মারেন ক্লাসেন। এতেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এই রেকর্ডের মালিক বনে যান তিনি। ক্লাসেন প্রথম নন-ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, যিনি এই কীর্তি গড়েন। গেইল এক পঞ্জিকাবর্ষে ১০০ ছক্কা মেরেছেন মোট ৬ বার।

২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মাঝখানে ২০১৪ বাদ দিয়ে প্রতি বছর ন্যূনতম ১০০টি করে ছক্কা মারেন। এ তালিকার দ্বিতীয় ব্যাটার আন্দ্রে রাসেল ২০১৯ সালে ছক্কা মারেন ১০১টি। আর নিকোলাস পুরান চলতি বছর এখন পর্যন্ত নিকোলাস পুরান ছক্কা মেরেছেন ১৬৫টি। এবার তাদের ক্লাবে নাম লেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটার ক্লাসেন। ৪৯ ইনিংস খেলে তিনি বরাবর ১০০টি ছক্কা হাঁকান।

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com

গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
(Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**